নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহাপর্ব

প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৮ ◆ ২৭ অক্টোবর - ২ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

সমুদয় সাধু-সাধ্বীর রাণী মা মারীয়া

প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা কর

যুব জীবনে জপমালা প্রার্থনার গুরুত্ব

৯ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত যোসেফ দীলিপ দেছা

ভাওলীয়া বাড়ি, মোলাশীকান্দা, হাসনাবাদ ধর্মপল্লী
জন্ম : ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ অক্টোবর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

ঈশ্বরের সৃষ্টি এই পৃথিবীর প্রতিটি দিনই অতিবাহিত হয় আপন গতিতে। তারই মধ্যে কিছুদিন, কিছু প্রহর কতই না খুশির, আনন্দের ও সুখের হয়। ঠিক তেমনি তার উল্টোটাও ঘটে যা নাকি মহা প্রলয়ের মত ঘটে। যার দরুন জীবনের গতি পাল্টিয়ে যায়। একটা মানুষ কত সাধনা, কত ত্যাগ, কত কষ্ট করে জীবন গড়ে। যেমনটি তুমিও করেছিলে। আমাদের হারিয়ে যাওয়া সব প্রিয়জনদের কথা মনে হয়। তাদের মধ্যে এক একজনের এক এক রকম গুণাবলী ছিল যা নাকি আমাদের অনেক ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করে কিন্তু ঈশ্বরের বিধানতো মেনে নিতেই হবে। আশা ও বিশ্বাস করি, তোমরা সবাই ঈশ্বরের সান্নিধ্যে পরম সুখে ও আনন্দেই আছো। তোমাদের ও সকল সাধ-সাধ্বীদের নিকট অনুনয় করি, আমরা যারা এই পৃথিবীতে আছি, আমাদের জন্য বিশেষ কৃপা প্রভুর কাছ থেকে লইয়া দাও। যেন আমরা তার আজ্ঞা ও পরিকল্পনা অনুসারে চলতে পারি। কারণ তোমরা যে বিশ্ব পিতার অনেক কাছে রয়েছ। তোমরা নিত্য স্বর্গীয় আনন্দে মুখরিত থাক, এই প্রার্থনা রাখি।

তোমাদের শোকার্ত পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ/১৫৪/২৪

২য় মৃত্যুবার্ষিকী

"নিভে গেছে প্রদীপ, তবু আলো রয়ে যায়
তোমার ছায়ায় দিদা আমার মন ভরে যায়
তুমি ছিলে আশ্রয়, ছিলে স্নেহের ঘর
তোমার মমতায় কেটেছে কত সুন্দর সময়
শূন্য ঘর তবু তোমার হাসির প্রতিধ্বনি বাজে
প্রতিটি কোনে প্রতিটি দিনে তুমি আছো
আজও হৃদয় মাঝে।

সবার মনে অমর তুমি, স্মৃতির মুকুটে শোভা
তুমি ছিলে আনন্দ, তুমি থাকবে অন্তরের ছোয়ায়
দিদা তুমি রয়েছ যে মনিময় মহামূল্য সাঝে।"

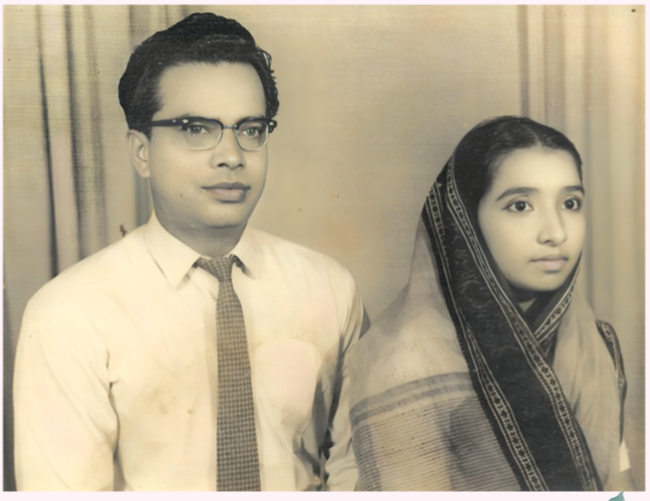

স্বর্গীয় হেলেন রোজারিও

দাইতার বাড়ি, রাহুৎহাটি, হাসনাবাদ ধর্মপল্লী
জন্ম : ১৫ জুলাই, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২০ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

তোমার সাথে কাটানো স্মৃতিগুলো এখনো দিদা অম্লান হয়ে রয়েছে। কিছু কিছু পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তোমার অনুপস্থিতি আজও মনে করিয়ে দেয় অতীতের সেই অমূল্য স্মৃতিগুলোকে। তুমি আমাদের কাছে অতুলনীয় তবে তুমি যেন একটি বটবৃক্ষের ছায়াতলে আমাদের সবাইকে একসাথে আকড়ে ধরে রেখেছিলে। সেই ছায়াতলটি ছিল আমাদের সবচেয়ে প্রিয় আর নিরাপদ স্থান। আমরা বিশ্বাস করি তুমি ঈশ্বরের কাছে থেকে আমাদের আশীর্বাদ করছ।

তোমার ভালোবাসায় পূর্ণ শোকার্ত পরিবার।

বিজ্ঞ/১৬০/২৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
যোসেফ ইভান্স গমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ৩৮
২৭ অক্টোবর - ০২ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
১১ কার্তিক - ১৭ কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

জপমালা প্রার্থনা পবিত্রতা অর্জনে ও প্রেরণকর্মে সহায়ক

অক্টোবর মাস হলো জপমালা রাণী ও প্রেরণকর্মের মাস। যিশুর মৃত্যুর পর প্রেরিতশিষ্যদের ভয়, সংকট ও বিপদের সময় মা মারীয়া তাদের পাশে ও সাথে থেকে সাহস যুগিয়েছেন, প্রার্থনা করেছেন এবং প্রেরণকর্মের জন্য প্রস্তুত করেছেন। মা মারীয়ার সাহচর্যে যিশুর শিষ্যরা মনে শক্তি পেতো। প্রেরিতশিষ্যদের ন্যায় বর্তমানের প্রেরণকর্মীরাও স্বর্গীয়া মায়ের সাহচর্য ও সহায়তা প্রত্যাশা করে। সঙ্গতকারণে মাতা মণ্ডলী অক্টোবর মাসে খ্রিস্টভক্তদের সুযোগ দান করে জপমালা প্রার্থনার প্রতি আরেকটু বেশি মনোনিবেশ করতে এবং প্রার্থনা করার মধ্যদিয়ে প্রেরণকর্মে একাত্ম হতে। শরতের আকাশের ন্যায় নীলসাদা পোষাকে অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রীর অধিকারিণী মা মারীয়া নিজে মালা জপে প্রার্থনা করে বিশ্বাসী ভক্তদেরকে আহ্বান করেন যেন তারা পাপী ও মন্দদের মন পরিবর্তনের জন্য মালা প্রার্থনা করেন। বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ, ধর্মপল্লী, গ্রাম, ব্লক ও পরিবারে মালা প্রার্থনা করার জন্য নানামুখী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। আনুষ্ঠানিক কর্মসূচীর বাইরে গিয়ে দৈনন্দিন মালা প্রার্থনা প্রত্যেকজন খ্রিস্টবিশ্বাসীর অভ্যাসে পরিণত হোক। পারিবারিক মালা প্রার্থনা পরিবারে শান্তি দান করার সাথে ব্যক্তিকে শান্তি ও আনন্দে থাকতে সহায়তা করে। আমরা একটু শান্তি ও সুখের জন্য কত সময় ও কঠিন কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু অল্প একটু সময় নিয়ে মালা প্রার্থনা করতে কার্পণ্য করছি কি!

বর্তমানে অনেক পরিবারে সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি হয়েছে। সন্তানেরা লেখাপড়া করে শিক্ষিত হয়েছে, দেশে-বিদেশে ভালো চাকুরি করছে। মনকে প্রসারিত করতে ও সেবাকাজে জড়িত হতে বিভিন্ন সংঘ-সমিতিতে সময় দিচ্ছে এবং জীবনকে আনন্দমুখর করতে দেশে-বিদেশে পরিবার-পরিজন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের অনেককে বলতে শোনা হয়, জীবনে শান্তি নেই। কতকিছু করছি, ব্যস্ততার মধ্যে নিমেষে দিন পার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সুখ পাচ্ছি না। এ ধরণের ব্যক্তি ও পরিবারের জন্য সত্যিই মায়া হয়। সুখ-শান্তি পাবার জন্য কত কিছুই না করা হচ্ছে। কিন্তু সুখের উৎস ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে তা পেতে চাইলে তো তা সম্ভব নয়। তাই দিনভর ব্যস্ততার বিরাম টেনে একটু সময় নিয়ে প্রার্থনা করতে হবে। এই প্রার্থনা ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা দলগত প্রার্থনা হতে পারে।

জপমালা প্রার্থনা এমন একটি প্রার্থনা যা ব্যক্তি একাকী, পরিবারে বা দলে যেকোন অবস্থায় যেকোন সময় করতে পারেন। ব্যক্তিগতভাবে মালা প্রার্থনা করার অভ্যাস গড়তে পারা ভালো একটি কাজ। তা অব্যাহত রাখা দরকার। তবে এ ভালো কাজের সাথে পরিবারকেও সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। ফাদার প্যাট্রিক পেইটেনের সেই বিখ্যাত উক্তি 'যে পরিবার একত্রে প্রার্থনা করে সে পরিবার একত্রে বাস করে' মনে রেখে পরিবারের মঙ্গলের জন্য একসাথে মালাপ্রার্থনা করতে সুযোগ করতে হবে। যে পরিবারে নিয়মিত মালাপ্রার্থনা হয় সে পরিবারে তুলনামূলকভাবে শান্তি বিরাজ করে। কেননা পারিবারিক মালাপ্রার্থনায় বসে পরিবারের সদস্যরা একসাথে একমন হয়ে ঈশ্বরকে ডাকে, একজন আরেকজনের পাশে বসে, স্নেহ-আশীর্বাদ আদান-প্রদানের মধ্যদিয়ে পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করে। আমরা মনে রাখতে পারি, জপমালা প্রার্থনা হলো এমন একটি প্রার্থনা যা আমাদের পরিবারের সদস্যদের রোজারিমালার মতোই মিলন বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। রোজারিমালা প্রার্থনায় আমরা যিশু ও মা মারীয়ার সাথে একাত্ম হই। সঙ্গতকারণে মন্দ শক্তির অধিপতি শয়তান তখন ভীত হয়। তাই মন্দতা ও অপবিত্রতাকে জয় করতে জপমালা প্রার্থনার বিকল্প নেই।

সম্মিলিতভাবে জপমালা প্রার্থনা করার মধ্যদিয়ে আমরা সিনোডাল মণ্ডলীর ভাবধারা মূর্ত করে তুলতে পারি। যেখানে সকলে; নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত একসাথে একযোগে প্রার্থনা করতে পারে। প্রার্থনায় বিভিন্নজন বিভিন্ন ভূমিকা পালন করলেও সকলে একসাথে যিশুর জীবনকে চিন্তা করতে পারে। যতবেশি পারিবারিক ও দলগত মালাপ্রার্থনা চলমান থাকবে আমরা ততটা বেশি সিনোডালিটি অভিজ্ঞতা করতে পারবো।

কুমারী মারীয়ার মতো প্রতিটি পরিবারের পিতামাতা তবে বিশেষভাবে মায়েরা তাদের সন্তানদের প্রার্থনা শিখাবেন। কিন্তু শেখানোর আগে নিজেদেরকে প্রার্থনা করতে হবে। এক্ষেত্রে বর্তমান সময়ের মায়েদের একটু অবহেলা, উদাসীনতা রয়েছে। তারা হয়তো সবকিছু করার সময় পান কিন্তু সন্ধ্যাকালে ২০/৩০ মিনিট মালাপ্রার্থনা করার সময়টা যেন হয়ে ওঠেনা। তারা একটু ত্যাগী ও সাহসী হবেন প্রার্থনা করতে ও করাতে। প্রয়াত বিশপ মাইকেল অতুল ডি'রোজারিও সিএসসি'র স্লোগান আমাদের অনুপ্রাণিত করুক: 'প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা, করবো আমি জপমালা'। †

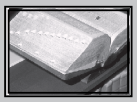

"যীশু তাকে বললেন, 'যাও, তোমার বিশ্বাষ তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে।' আর তখনই সে চোখে দেখতে পেল, ও তাঁর অনুসরণে পথ চলতে লাগল।" (মার্ক ১০ : ৫২)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

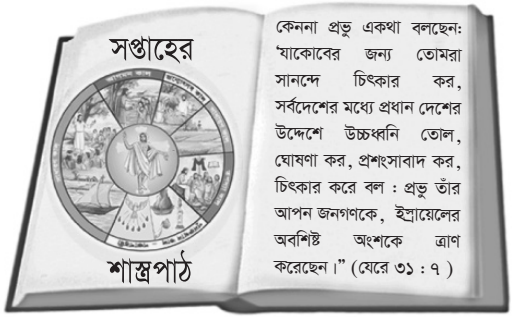

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ

২৭ অক্টোবর - ০২ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

২৭ অক্টোবর, রবিবার
যেরে ৩১: ৭-৯, সাম ১২৬: ১-৬, হিব্রু ৫: ১-৬, মার্ক ১০: ৪৬-৫২

২৮ অক্টোবর, সোমবার
সাধু সিমোন ও সাধু যুদ, প্রেরিতদূতগণ, *পর্ব*
এফে ২: ১৯-২২, সাম ১৯: ১-৪, লুক ৬: ১২-১৯

২৯ অক্টোবর, মঙ্গলবার
এফে ৫: ২১-৩৩, সাম ১২৮: ১-৫, লুক ১৩: ১৮-২১

৩০ অক্টোবর, বুধবার
এফে ৬: ১-৯, সাম ১৪৫: ১০-১৪, লুক ১৩: ২২-৩০

৩১ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
এফে ৬: ১০-২০, সাম ১৪৪: ১-২, ৯-১০, লুক ১৩: ৩১-৩৫

০১ নভেম্বর, শুক্রবার
নিখিল সাধু সাধ্বী, *মহাপর্ব*
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান: প্রত্যা ৭: ২-৪, ৯-১৪, সাম ২৪: ১-৪খ, ৫-৬, ১ যোহন ৩: ১-৩, মথি ৫: ১-১২

০২ নভেম্বর, শনিবার
পরলোকগত সকল ভক্তবৃন্দের স্মরণদিবস
প্রথম খ্রীষ্টযাগ: যোব ১৯: ১, ২৩-২৭, সাম ২৭: ১, ৪, ৭, ৮-৯, ১৩-১৪, রোমীয় ৫: ৫-১১, যোহন ৬: ৩৭-৪০
দ্বিতীয় খ্রীষ্টযাগ: ইসা ২৫: ৬, ৭-৯, সাম ২৫: ৪-৭, ২০-২১, রোমীয় ৮: ১৪-২৩, মথি ২৫: ৩১-৪৬
তৃতীয় খ্রীষ্টযাগ: প্রজ্ঞা ৩: ১-৯, সাম ৪২: ১-২, ৫, প্রত্যা ২১: ১-৭, মথি ৫: ১-১২

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৭ অক্টোবর, রবিবার
+ ১৯৩৩ সি. এম. প্যাসিয়েন্সিয়া লুড্‌ভিগ, সিএসসি
+ ১৯৮৯ সি. রোজা সজ্জি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৭ সি. মেরী আলমা, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

২৯ অক্টোবর, মঙ্গলবার
+ ১৯৭৯ ফা. যোসেফ এম. রিক্, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ সি. ইম্মাকুলেটা মিত্র, এসসি (ঢাকা)

৩০ অক্টোবর, বুধবার
+ ১৯৭২ সি. এম. ডেনিস পেরেরা, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

৩১ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৫৯ সি. থিয়োটাইম গিলবার্ট, সিএসসি
+ ১৯৯৪ ফা. আলেস্‌সান্দ্রো পেরিকো, পিমে (দিনাজপুর)

০১ নভেম্বর, শুক্রবার
+ ১৯৩১ সি. এম. জার্লেথ, স্টেনটন, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮২ ঈশ্বরের সেবক বিশপ ভিনসেন্ট জে. ম্যাক্‌কলী (ঢাঃ)
+ ২০১৮ সি. মেরী রেমন্ড গমেজ, আরএনডিএম (ঢাকা)

০২ নভেম্বর, শনিবার
+ ১৯৬৮ ফা. লুইজি মার্তিনেল্লী, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৭২ ফা. গায়তানো কুরিয়নী, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০১ মন্সিনিয়র টমাস কুইয়া (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৮ সি. মেরী দত্তা, এসএমআরএ (ঢাকা)

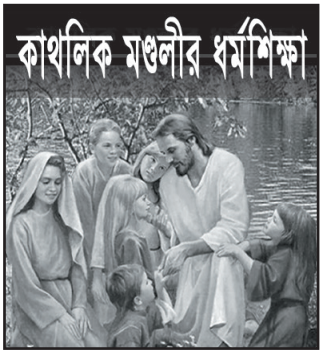

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

১৮৩৬ ন্যায্যতা হল একটি নৈতিক গুণ - ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর যা প্রাপ্য তা ফিরিয়ে দেওয়ার অবিচল ও অবিরাম ইচ্ছা।

১৮৩৭ মনোবল কষ্টের সময় দৃঢ়তা ও পরম মঙ্গলের উদ্দেশে বিরামহীন সাধনার নিশ্চয়তা দান করে।

১৮৩৮ মিতাচার ভোগসুখ নিয়ন্ত্রণ করে ও সৃষ্টবস্তু ব্যবহারের ভারসাম্য বজায় রাখে।

১৮৩৯ মানবিক গুণসমূহ অর্জিত হয় শিক্ষার দ্বারা, সুবিবেচিত ক্রিয়ার দ্বারা, এবং সংগ্রামে অধ্যবসায় দ্বারা। ঐশ্বরিক অনুগ্রহ দ্বারা সেগুলো পবিত্রীকৃত ও উর্ধ্বে উন্নীত হয়।

১৮৪০ ঐশতাত্ত্বিক গুণগুলো খ্রীষ্টানদেরকে পবিত্র ত্রিত্বের সঙ্গে একাত্ম হয়ে জীবনযাপন করার জন্যও যোগ্য করে তোলে। এগুলোর উৎপত্তি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যস্থল হিসেবে রয়েছেন এক ও ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর - ঈশ্বর যাঁকে জানা যায় বিশ্বাস দ্বারা, ঈশ্বর যাঁর উপর আশা রাখা যায়, যাঁকে ভালবাসা যায় তাঁর নিজেরই কারণে।

১৮৪১ তিনটি ঐশতাত্ত্বিক গুণ হচ্ছে: বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা। এগুলো নৈতিক গুণসমূহকে তথ্য ও জীবন দান করে।

১৮৪২ বিশ্বাস দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, এবং তিনি যা-কিছু বলেছেন ও আমাদের নিকট যা প্রকাশ করেছেন, এবং পবিত্র মণ্ডলী ধর্মবিশ্বাসের জন্যে যা-কিছু প্রদান করেছে তা-ও বিশ্বাস করি।

১৮৪৩ আশা দ্বারা আমরা বাসনা করি, এবং অবিচলিত আস্থা নিয়ে ঈশ্বরের নিকট থেকে শাশ্বত জীবন ও যে অনুগ্রহরাশি তা লাভের যোগ্য ক'রে তুলবে তার অপেক্ষায় থাকি।

১৮৪৪ ভালবাসার দ্বারা, আমরা সব কিছুর ওপরে ঈশ্বরকেই ভালবাসি শুধু তাঁরই কারণে, এবং প্রতিবেশীকে নিজেরই মত ভালবাসি ঐশপ্রেমের কারণে। ভালবাসা সকল গুণের প্রাণসরূপ; "ভালবাসাই পরম সিদ্ধির বন্ধন" (কলসীয় ৩:১৪)।

১৮৪৫ পবিত্র আত্মার সাতটি দান যা খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের নিকট দেয়া হয়েছে তা হল: প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, বিবেক, মনোবল, জ্ঞান, ধর্মানুরাগ ও ঈশ্বর-ভীতি।

ধারা - ৮

পাপ

॥ ক ॥ দয়া ও পাপ

১৮৪৬ মঙ্গলসমাচার হল যীশুখ্রীষ্টেতে পাপী মানুষের জন্য ঈশ্বরের দয়া প্রকাশ। যোসেফের নিকট দূত ঘোষণা করলেন: "তুমি তাঁর নাম যীশু রাখবে, কারণ তিনিই নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন।" মুক্তির সংস্কার খ্রীষ্টপ্রসাদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য: "এ আমার রক্ত, সন্ধিরই রক্ত, যা অনেকের জন্য পাপমোচনের উদ্দেশে পাতিত"।

১৮৪৭ "আমাদের কোন সাহায্য ছাড়াই ঈশ্বর আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন: কিন্তু, আমাদের সহযোগিতা ছাড়া তিনি আমাদের পরিত্রাণ করতে চাননি।" তার দয়া লাভ করতে হলে আমাদের নিজেদের অপরাধসকল স্বীকার করতে হবে। "আমরা যদি বলি আমাদের পাপ নেই, তাহলে আমরা নিজেদেরই প্রতারণা করছি এবং আমাদের অন্তরে সত্য নেই। আমরা কিন্তু যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি - বিশ্বস্ত ও ধর্মময় তিনি!- তিনি আমাদের পাপমোচন সাধন করবেন ও সমস্ত অধর্ম থেকে আমাদের শোধন করবেন।

সমুদয় সাধুর রাণী মা মারীয়া

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

খ্রিস্টমণ্ডলীর উপাসনায় আমরা প্রতিদিনই কোন না কোন সাধু বা সাধ্বীর নাম স্মরণ করি এবং তাদের মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করতে প্রার্থনা করি। ব্যক্তিগত ভাবে সাধু-সাধ্বীর জীবনাদর্শ ও কাজ জেনে আমরাও যেনো ভাল ও সাধুসুলভ জীবনযাপন করতে উৎসাহিত হই; তারজন্যে দীক্ষা বা বাপ্তিস্মের সময় আমাদেরকে একজন সাধু/সাধ্বীর নাম দেওয়া হয়। এটিকে অনেকে খ্রিস্টান নাম বা আসল নাম বলে আখ্যায়িত করেন। নাম আমার যাই-ই হোক না কেন, খ্রিস্টান হিসেবে আমার আহ্বান হলো সাধু বা সাধ্বী হয়ে ওঠা। কেননা প্রভু যিশু আমাদের সকলকে আহবান করেছেন, 'আমার পরম পিতা যেমন পবিত্র, তোমরাও তেমনি পবিত্র হয়ে ওঠো'। আর এই পবিত্রতা সাধুতারই নামান্তর। সুতরাং আমরা সকলে সাধু হতে আহূত ও তা হওয়া সম্ভব-এ বিশ্বাস নিয়ে জীবনযাপন করবো। যেকোন অবস্থায় বিশ্বাসে স্থির থেকে পবিত্রতার পথে চলে এ জগত থেকে শত-সহস্র মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন। আমরা মনে করি তাদের অনেকেই স্বর্গে পরম পিতার সান্নিধ্যে পরম মুখে আছেন। নাম না জানা এই অসংখ্য স্বর্গবাসী ব্যক্তিরাই সেই নিখিল সাধু-সাধ্বী নামে আখ্যায়িত, যাদের মধ্যে হয়তো আমাদের মৃত পিতামাতা, ভাইবোনেরাও রয়েছেন। তাই নিখিল সাধু-সাধ্বীদের দিবসটি অতীব আনন্দের দিন। ১ নভেম্বর নিখিল সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসটিতে স্মরণ করা হয় সেই অসংখ্য অগণিত খ্রিস্টভক্তের কথা, যারা খ্রিস্টের রক্তসিঞ্চনে ঐশ পবিত্রতা লাভ করেছেন। তাঁরা সবাই আমাদের ভাইবোন, তাদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের স্বর্গগত আত্মীয় পরিজন। তাঁরা জীবিত, ঈশ্বরের সামনে তাঁরা আমাদের মঙ্গল কামনায় নিত্যই প্রার্থনা জানিয়ে থাকেন। তাঁরা হচ্ছেন বিজয়ী মণ্ডলী। তাঁরা পাড় করে এসেছেন পৃথিবীর নানা দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা আর এখন ঈশ্বরের সান্নিধ্যে সদা সুখে ও শান্তিতেই আছেন। এ বিজয়ী মণ্ডলীর সাথে বিজয়িনী হিসেবে আছেন স্বর্গের রাণী মা মারীয়া। মা মারীয়ার স্তব-বন্দনায় তাঁকে সমুদয় সাধুসাধ্বীর রাণী উপাধিতে ভূষিতা করে সম্মান দেখানো হয়। প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত সাধুসাধ্বীসহ নিখিল সাধুসাধ্বীরা যিশুকে অনুসরণের যে পথ মাড়িয়ে পথ চলেছেন মা মারীয়াও তা আগেই সর্বোত্তমভাবে করেছেন বলে সাধুসাধ্বীদের রাণী হিসেবে সম্মান পাচ্ছেন।

মণ্ডলীতে ইতোমধ্যে যারা সাধুসাধ্বী হয়েছেন তারা আমাদের মতোই তাদের সময়ের বিভিন্ন বাস্তবতা মোকাবেলা করেছেন, বিভিন্ন প্রতিকূলতা জয় করেছেন। প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করেছেন (ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা), ব্যর্থ হয়েছেন আবার নতুনভাবে শুরু করেছেন। মানবিক জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, গুণে বা কৌশলে (সাধু জন মেরী ভিয়ানী) হয়তো অনেকেই আমাদের থেকেও দুর্বল ছিলেন। কিন্তু বিশ্বাসে ছিলেন স্থির, ঈশ্বরের উপরে ছিল অবিচল নির্ভরশীলতা এবং ভালোবাসা ও বিশ্বাস সহভাগিতায় উদার। দৃঢ় বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসার কারণেই উত্তম যিশু অনুসরণকারী সাধু বলে স্বীকৃতি পান।

৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে মণ্ডলীতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়ে সাধু ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, এর আগে মণ্ডলীতে সাধু বা সাধ্বী ছিলেন না। অনেক মানুষ মনে করেন সাধু-সাধ্বীদের সম্মান দেখানো মণ্ডলী অনেক দেরিতে শুরু করেছে। আসলে এ তথ্য ঠিক নয়। কেননা মণ্ডলীর সূচনালগ্ন থেকেই সাধুসাধ্বীদের প্রতি বিশেষ ভক্তি ও সম্মান ছিল। প্রকৃতপক্ষে সম্মান জানানোর এই ঐতিহ্য প্রবক্তা ও পবিত্র মানুষদের সম্মানিত করার ইহুদীদের প্রথা থেকে এসেছে। আদিমণ্ডলী ১০০ খ্রিস্টাব্দ থেকেই সাধুদের ভক্তি করতে শুরু করে। আদিমণ্ডলীতে বিশ্বাস করা হতো সাক্ষ্যমরেরা হলো যিশুর পূর্ণ অনুসরণকারী এবং পবিত্র কারণ তারা খ্রিস্টের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে ভালোবাসার সর্বোচ্চ প্রমাণ দিয়েছেন। এরপরে তাদেরকে গণ্য করা হতো যারা বিশ্বাস রক্ষা করতো এবং ভ্রান্ত মতবাদ থেকে সত্যবিশ্বাসকে রক্ষা করতো। তাইতো মণ্ডলীর প্রথম যুগে আমরা অনেক সাক্ষ্যমরদের সাধু হিসেবে পেয়েছি এবং পরবর্তীতে খ্রিস্ট বিশ্বাস রক্ষা ও প্রচারকারীদের। তবে ঘোষণা হোক বা না হোক একজন সাধু হলেন তিনি যিনি খ্রিস্টের ঘনিষ্ঠ অনুসরণকারী/অনুসরণকারী যিশুর যত কাছের তত উত্তম। খ্রিস্টকে অনুসরণ করা মানে তিনি যা করেছেন তা করা, তিনি যা হয়েছেন তা যতটা সম্ভব হওয়া। এমনিভাবে একজন ব্যক্তি যিশুতে লীন হতে পারলে পবিত্রও হয়ে ওঠতে পারবেন। যে ব্যক্তির মধ্যে খ্রিস্টের সাদৃশ্য, নৈকট্য, ঘনিষ্ঠতা ও অনুসরণ/অনুকরণযোগ্যতা বেশি তিনিই সাধু/সাধ্বী। কুমারী মারীয়া সর্বাপেক্ষা বেশি যিশুর সান্নিধ্যে ও নিকটে থেকে যিশুকে সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করে সমুদয় সাধুসাধ্বীর রাণী হয়েছেন।

সমুদয় সাধুর রাণী মা মারীয়া যিনি জগত মাতা তিনি আমাদের সকলকে সহায়তা করেন সাধুতা অর্জনের জন্য। সাধুতা অর্জনের অন্যতম বিষয় হলো প্রার্থনা করা ও ঈশ্বরের আশীর্বাদের প্রতি উন্মুক্ত থাকা। যিশুর ন্যায় জপমালা ও সমুদয় সাধুর রাণী মা মারীয়াও সকলকে আহ্বান করছেন পরিবর্তন ও পবিত্রতার জন্য প্রার্থনা করতে। মথি রচিত মঙ্গলসমাচারের ৫:১-১০ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে সাধু হতে হলে আমাদেরকে কি করতে হবে? বিভিন্নমুখী সেবাকাজ আছে যা করার মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের জীবনের পবিত্রতা ও সাধুতা অর্জন করতে পারি। তবে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সাধুসাধ্বী হয়ে ওঠার তিব্র আকুলতা। আমাদের অনেক পরিচিত ও প্রিয় সাধ্বী ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা ও সাধু ডমিনিক সাভিও ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখতেন তারা সাধু হবেন। ফলশ্রুতিতে তাদের পিতামাতারা তাদের বিশেষ যত্ন নিতেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে তাদের অনুকূল পরিবেশ দিতেন এবং সুন্দর আদর্শ দান করেছেন। যার ফলে মণ্ডলী পরবর্তীতে মহান দু'জন সাধুসাধ্বী পেয়েছে। তারা দু'জনেই অল্প বয়সে মৃত্যু বরণ করেছেন। কিন্তু এই সময়েই তারা যিশুকে মনেপ্রাণে অনুসরণ করে ছোট ছোট কাজের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রকাশ করেছিলেন গভীর বিশ্বাস ও আশা নিয়ে। ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা ও সাধু ডমিনিক সাভিও'র মতো আমাদের অনেক শিশুর অন্তরেই সেই সাধু সত্তা লুকিয়ে আছে। আমরা তাদের যথার্থ যত্ন নিই এবং সমুদয় সাধুর রাণী মা মারীয়ার অনুগ্রহ যাঞ্চা করি যেন তিনি আমাদেরকে সাধু হয়ে ওঠতে নিয়ত পাশে থাকেন।

নিখিল সাধু সাধ্বীদের পর্বদিবসে ঈশ্বর আমাদের সবাইকে আহ্বান করছেন মৃত্যুর মধ্যদিয়ে আমরা যেন নিখিল সাধুসাধ্বীদের দলে যোগ দিতে পারি। ঈশ্বর আমাদেরকে সাধু বা সাধ্বী হওয়ার জন্য এ জগতে পাঠিয়েছেন। তাই আমরা যদি সরল চিত্তে খ্রিস্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করি এবং তাঁর শিক্ষা অনুসারে সত্য, সুন্দর, প্রেম, সেবা ও ক্ষমার পথে জীবনযাপন করি তাহলে একদিন স্বর্গধামে নিখিল সাধু-সাধ্বীদের সাথে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, প্রিয় যিশু ও স্বর্গের রাণী মা মারীয়ার শ্রীমুখ দেখতে পারবো এবং স্বর্গসুখে থাকতে পারবো।

প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা কর

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

যিশু বলেন: "প্রার্থনা কর, যেন প্রলোভনে না পড়।" প্রার্থনা করা হলো সবচেয়ে বড় মঙ্গলসমাচার প্রচার। প্রার্থনা ছাড়া জীবনে শান্তি থাকতে পারে না। প্রার্থনা ছাড়া স্বর্গ নেই - কেননা, প্রার্থনা ছাড়া ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। সুন্দর প্রার্থনার জীবন মানুষের জন্যে স্বর্গের পথ সহজ ও সুগম করে তোলে।

"প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা কর"

যিশুর মত মা মারীয়াও মানুষকে প্রার্থনা করতে আহ্বান ও অনুরোধ করেন। মানুষের জীবনে ও জগতে শান্তির জন্যে এবং মানুষকে রক্ষা করতে তিনি এই অনুরোধ করেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের কোভা গ্রামাঞ্চলে তিন রাখাল ছেলেমেয়ে, তথা লুচী,ফ্রান্সিস ও জসিন্তার কাছে মা মারীয়া মোট ছয়বার দর্শন দান করেন এবং এই দর্শনগুলোর মধ্য দিয়ে মা মারীয়ার মূল বাণী হলো: "প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা কর।" নিম্নে সংক্ষেপে লূর্দের রাণী মা মারীয়ার দর্শনের মূল বাণী তুলে ধরা হলো।

১৩ মে, ১৯১৭ দর্শন: "জগতে শান্তি আনয়নের জন্যে এবং যুদ্ধ বন্ধের জন্যে প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা কর।"[১]

১৩ মে, ১৯১৭ দর্শন: লূর্দের এই দর্শনে মা মারীয়া প্রায় একই অনুরোধ জানিয়ে বলেন: "---তোমরা প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা করতে থেকো, যেন জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যুদ্ধ শেষ হয়।" তারপর তিনি তাদেরকে নরকের ভয়াবহ দৃশ্য দেখানোর পর বলেন: "তোমরা নরকের দৃশ্য দেখেছ, যেখানে অনেক পাপীর আত্মা যাচ্ছে। ঈশ্বর চান যে, তাদেরকে রক্ষা করতে আমার নির্মল হৃদয়ের প্রতি জগতে যেন ভক্তি স্থাপন করা হয়। তোমরা যদি তা কর, তাহলে অনেক আত্মা রক্ষা পাবে এবং তখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।"[২]

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে লূর্দে দর্শনের সময় (এবং অন্যত্র দর্শনগুলোতে) মা মারীয়া কর্তৃক মানুষকে জপমালা প্রার্থনা করতে আহ্বান করার মূল লক্ষ্য হলো তিনটি: (১) প্রার্থনা, (২) প্রায়শ্চিত্ত এবং (৩) মন পরিবর্তন ও সংশোধন।[৩]

আমি বিশ্বাস করি, যে কোন ধর্মের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো এই একই উদ্দেশে লোকদেরকে পরিচালিত করা।

মা মারীয়া তাঁর ইহজীবনকালে নিজেও অনেক প্রার্থনা করেছেন এবং এখনো স্বর্গে থেকে আমাদের জন্যে অবিরত প্রার্থনা করে চলেছেন বলে আমরা খ্রিস্টানগণ বিশ্বাস করি। তাই অনেক শিল্পীর ছবিতে কুমারী মারীয়াকে এক ধ্যানময়ী ও প্রার্থনাশীল নারী হিসাবে দেখা যায়।

সাধু পল বলেন: "তোমরা অবিরত প্রার্থনা কর।"[৪]

বাংলা প্রবাদে বলা হয়েছে: "সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে, সংসার ধ্বংস হয় রমণীর কারণে।" একজন প্রার্থনাশীল মা (ও বাবা) পৃথিবীতে সাধু-সাধ্বী উপহার দেয়। এর বড় প্রমাণ হলো ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পিতামাতা, যাদের দু'জনকেই মণ্ডলীতে সাধু-সাধ্বী ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রার্থনা নিয়ে অনেকের প্রশ্ন ?

আজকাল কোন কোন যুবক-যুবতী মনে করে: "প্রার্থনা করে কী লাভ হয়?" "প্রার্থনা করা মানেই সময় নষ্ট করা" "প্রার্থনা হলো কতগুলো বুলি আওড়ানো," ইত্যাদি। তাই কেউ কেউ প্রার্থনা করতে কোন আগ্রহ বোধ করে না, গির্জায় যেতে চায় না। কেউ কেউ আবার তাচ্ছিল্যের সাথে এমনটিও বলে ; সত্যিই কি ঈশ্বর আছেন?" "সত্যিই কি স্বর্গ-নরক রয়েছে?" কিছু যুবক-যুবতী গির্জা-প্রার্থনায় না গিয়ে বরং বন্ধুদের সাথে গল্প-গুজব করতে, আড্ডা দিতে এবং ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে। কেউ কেউ এমনও প্রশ্ন করে:

প্রশ্ন-১: প্রার্থনা করলে কি কোন সুফল পাওয়া যায়?

প্রশ্ন-২: প্রার্থনা না করলে কি কোন রকম ক্ষতি হয়?

প্রার্থনাশীল ও প্রার্থনাবিহীন মানুষের জীবনের ফলাফল দেখে এবং প্রার্থনার আশ্চর্য সুফল ও প্রার্থনা না করার কুফলের উপর আলোকপাত করে তাদের প্রতি আমার সহজ উত্তর হলো:

"প্রার্থনা করতে করতে একজন হয় স্বর্গের দূত।

প্রার্থনা না করতে করতে একজন হয় নরকের ভূত।"

অন্যভাবে বলা যেতে পারে:

"প্রার্থনা করতে করতে একজন হয় সাধু

প্রার্থনা না করতে করতে একজন হয় শয়তান।"

জপমালা ও পরিবার একতায় গাঁথা

প্রার্থনা শুরু হয় পরিবার থেকে। প্রার্থনা হলো পরিবারের খাদ্য। আর প্রতিটি খ্রিস্টান পরিবার হলো প্রথম 'মণ্ডলী' বা 'গীর্জা।' তাই ২য় ভাতিকান মহাসভা বলেছে: পরিবার হলো একটি "গৃহ-মণ্ডলী" বা "গৃহ-গীর্জা"। একটি প্রার্থনাশীল পরিবার হলো একটি ভাল ও প্রার্থনাশীল "গৃহ-মণ্ডলী"-র চিহ্ন। একটি প্রার্থনাশীল ভাল পরিবারই পারে একজন সাধু বা সাধ্বীর জন্ম দিতে।

জপমালা হলো একটি পারিবারিক প্রার্থনা যা পরিবারের সবাই একত্রে মিলে করার কথা। জপমালা প্রার্থনা হলো পরিবারের খাদ্য ও শক্তি। পরিবারে একত্রে জপমালা প্রার্থনা পরিবারের বন্ধনকে সুদৃঢ় করে, ভালোবাসার সম্পর্ককে শক্ত করে, পরিবারের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে, একে অন্যকে ক্ষমা করতে শক্তি দেয়। পারিবারিক জপমালা প্রার্থনার ফলে পরিবারে একতা, শান্তি, মিলন ও ভালোবাসার বন্ধন গভীর ও শক্ত হয়। তাই 'জপমালা যাজক' ধন্য ফাদার প্যাট্রিক পেইটন সিএসসি বলেছেন:

"যে পরিবার একত্রে প্রার্থনা করে, সেই পরিবার একত্রে বাস করে।" *"The family that prays together stays together."*

পবিত্র জপমালার কয়েকজন বিখ্যাত ভক্ত

সাধু ডমিনিক: পবিত্র জপমালা প্রার্থনার প্রবর্তক। তিনি মা মারীয়ার দর্শন লাভ করেন। মা মারীয়ার নির্দেশে তিনি ১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দে ১৫০ বার 'প্রণাম মারীয়া' সম্বলিত পবিত্র জপমালার ১৫টি নিগুঢ়তত্ত্ব রচনা করেন।

সাধু লুই মারী মনফর্ত: তাঁর বিখ্যাত উক্তি হলো: "THROUGH MARY TO JESUS", অর্থাৎ "মারীয়ার মধ্য দিয়ে যিশুর কাছে যাত্রা।" তিনি বলেন: "If then we are establishing sound devotion to Our Blessed Lady, it is only in order to establish devotion to Our Lord more perfectly, by providing a smooth but certain way of reaching Jesus Christ."[5]

পোপ ত্রয়োদশ লিও: তিনি জপমালা প্রার্থনার উপর জোর প্রদান করেন। ১৮৭৮ -১৯০৩ খ্রিস্টবর্ষ পর্যন্ত পবিত্র জপমালার উপর তিনি ১২টি ধর্মপত্র (Encyclicals) লেখেন এবং মণ্ডলীর একতার জন্যে পবিত্র জপমালার প্রতি ভক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা: তিনি শিশু যিশুর ও মা মারীয়ার পবিত্র জপমালা প্রার্থনার ভক্ত ছিলেন। তাই কিছু ছবিতে তাকে পবিত্র জপমালা হাতে দেখা যায়।

সাধ্বী মাদার তেরেজা: পবিত্র জপমালা প্রার্থনার ভক্ত সাধ্বী মাদার তেরেজা। তাকে পবিত্র জপমালা ছাড়া চিন্তা করা যায় না। তার এবং তার সিস্টারদের সাথে একটি জপমালা সব সময় থাকে।

সাধু পোপ ২য় জন পল: জপমালা প্রার্থনার পরম ভক্ত পোপ ২য় জন পল। ২০০৩ তিনি পবিত্র জপমালা-বর্ষ ঘোষণা করেন। সাধু ২য় জন পল বলেন: "পবিত্র জপমালা প্রার্থনা হলো পবিত্র মঙ্গলসমাচারের সার-সংক্ষেপ" (The Rosary, "a compendium of the Gospel.")।[৬]

তিনি বলেন যে, সেই কারণেই পোপ ষষ্ঠ পল "জপমালা প্রার্থনা সম্পর্কে বলেছেন: জপমালা প্রার্থনা হলো "একটি মঙ্গলসমাচার-প্রার্থনা" (a Gospel prayer)।"৭ মা মারীয়ার সাথে আমরা যিশুর জীবন ধ্যান করি।

পোপ ১৬শ বেনেডিক্ট বলেন: "তোমরা পবিত্র জপমালা প্রার্থনার প্রচারক হও" ("Be Missionary of the Holy Rosary")

পবিত্র জপমালা ভক্ত সাধু পাদ্রে পিও: সাধু পাদ্রে সব সময় পবিত্র জপমালা প্রার্থনা করতেন; খোশগল্প করে মোটেই সময় অপচয় করতেন না। লোকেরা দেখেছে যে, তিনি প্রায়ই জপমালা প্রার্থনা করছেন। তাই একদিন একজন তাকে প্রশ্ন করলেন: "আপনি দিনে কতবার জপমালা প্রার্থনা করেন?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন: " আমি দিনে কখনো ৪০ বার জপমালা প্রার্থনা করি, কখনো ৫০ বার জপমালা প্রার্থনা করি। এটি কী করে সম্ভব যে, তুমি দিনে একবারও জপমালা প্রার্থনা করতে পার না?"

বিশপ মাইকেল ডি' রোজারিও সিএসসি: প্রতি পরিবারে প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা করার উপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি প্রতিজ্ঞামূলক স্লোগান তৈরী করেছেন: "প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলা/প্রতি ঘরে জপমালা"

আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক: আমি প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা করবো এবং সর্বদা একটি জপমালা সাথে রাখব।

প্রতি দিন সন্ধ্যা বেলা
জপ্‌পো আমি মায়ের মালা।
ভক্তি ভরে জপলে রে ভাই (২)
দূর হয় যত মনের জ্বালা।।
যে পরিবার জপে মালা
প্রতি দিন সন্ধ্যা বেলা।
নিত্য স্বর্গের শান্তি ঝরে (২)
পরিবারের সবার 'পরে।।

সহায়িকা সমূহ:

1) Mary's Fatima Messages to the Shepherd Children

Source: https://www.ncregister.com/features/mary-s-fatima-messages-to-the-shepherd-children

2) Mary's Fatima Messages to the Shepherd Children

Source: https://www.ncregister.com/features/mary-s-fatima-messages-to-the-shepherd-children

3) The Words of Our Lady of Fatima

Source: https://missiomagazine.com/words-of-our-lady-of-fatima/

4) Kjmxq 4:2

5) True Devotion to Mary, no. 62.

6) RosariumVirginis Mariae, Chapter II, Sub-title

7) RosariumVirginis Mariae, Chapter II, No. 18

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী

নাম: ডমিনিক রোজারিও
জন্ম: ১৯ শে নভেম্বর, ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ
মৃত্যু: ১লা নভেম্বর, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

আজ আবার সেই পহেলা নভেম্বর, ৬ বছর আগে এই দিনটিতে তোমাকে আমাদের পরিবার থেকে চিরতরে বিদায় দিয়েছি। এই চিরন্তন সত্যটাকে মেনে নিয়ে আজও বেঁচে আছি একাকী। আমাদের একসাথে পথচলা শুরু হয়েছিল ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ মে। তুমি নেই আমাদের মাঝে এখনো বিশ্বাস হয় না। তোমার ভালোবাসার সন্তানদের ও নাতি নাতনীদের মাঝে তোমার স্মৃতি অনুভব করি প্রতিক্ষণ। তুমি নিজের পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিটি মানুষকে ভালোবাসতে নিজের মতো করে। তুমি নেই কিন্তু তোমার প্রতিটি ভালো কাজ রয়ে গেছে সকলের মধ্যে, এটাই তোমার জীবনের স্বার্থকতা।

তুমি স্বর্গ থেকে প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করো যাতে তোমার সন্তানেরা ও নাতি-নাতনীরা তোমার আদর্শ অনুসরণ করে খ্রিস্টীয় আদর্শে জীবন যাপন করতে পারে।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে -
স্ত্রী: নমিতা রেবেকা রোজারিও
বড় মেয়ে: অধ্যাপক ডাঃ রিনি জুলিয়েট রোজারিও
মেয়ে জামাই: ঝুটন জন কস্তা
নাতি: যোজন, জিয়ন
ছেলে: স্বর্গীয় রোমেল ভিনসেন্ট রোজারিও
মেজো মেয়ে: রিয়া ডি' কস্তা (কানাডা)
মেয়ে জামাই: উজ্জ্বল ডি' কস্তা
নাতনি: এন্ড্রিয়া, এডেলিন
ছোট মেয়ে: ডা: রিশা থিওডোরা রোজারিও (কানাডা)
মেয়ে জামাই: অপু পিউরিফিকেশন

বিজ্ঞ/১৫৭/২৪

মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

এমসিসিসিসিইউএল/০৭৮/২০২৪-২০২৫ ২০ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ)

এতদ্বারা মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ৮ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ০৯:৩০ মিনিটে সমিতির নিজস্ব অফিস জুবিলী ভবন প্রাঙ্গণে অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের **৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভা** অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল সদস্য/সদস্যাদের যথা সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাসহ,

টারজেন যোসেফ রোজারিও
সেক্রেটারি
এমসিসিসিসিইউএল

রঞ্জন রবার্ট পেরেরা
চেয়ারম্যান
এমসিসিসিসিইউএল

বিঃ দ্রঃ সকাল ৮:০১ মিনিট থেকে ০৯:৩০ মিনিটের মধ্যে যে সমস্ত সদস্য/সদস্যা উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করবেন তাদের মধ্যে লটারীর মাধ্যমে কোরাম পূর্তির বিশেষ আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।

বিজ্ঞ/১৫৬/২৪

চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
গ্রাম: চড়াখোলা, পো:অ: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর-১৭২০
স্থাপিত: ৩১-১০-২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ, রেজিষ্ট্রেশন নং: ১৩
তারিখ: ২২-০৯-২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ, সংশোধিত রেজিষ্ট্রেশন. নং: ৩০, ০২-০৫-২০১২ খ্রীষ্টাব্দ

সূত্রঃ সিসিসিসিইউলি/২০২৪-২০২৫/০২৩

১৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(আর্থিক বছর ২০২৩-২০২৪খ্রীষ্টাব্দ)

এতদ্বারা চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সন্মানিত সকল সদস্য/সদস্যা বৃন্দের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২২ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় চড়াখোলা **ফাদার উইস্ স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়** মাঠ প্রাঙ্গণে, অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের **১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা** (আর্থিক বছরঃ ২০২৩-২০২৪ খ্রীষ্টাব্দ) আহ্বান করা হয়েছে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির সন্মানিত সকল সদস্য/সদস্যা বৃন্দকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে,

কলিন্স টলেন্টিনু
চেয়ারম্যান
সিসিসিসিইউলিঃ

নিপু কর্ণেলিয়াস পেরেরা
সেক্রেটারী
সিসিসিসিইউলিঃ

বিজ্ঞ/১৫৯/২৪

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জরুরী ভিত্তিতে ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেটিভ লিঃ (NICL) এ কিছু সংখ্যক **"জুনিয়র অফিসার-বিজনেস ডেভেলপমেন্ট"** এবং **সমবায় এজেন্ট** নিয়োগ দেয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদেরকে জীবন বৃত্তান্ত ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র **bdm.nicl@gmail.com** -এ প্রেরণের অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বি: দ্রঃ অভিজ্ঞ প্রার্থীদের এবং সমবায় এজেন্ট এর ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। মোবাইল: ০১৯১৩৫২৬৩৬৫।

ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেটিভ লিমিটেড
জেনেটিক প্লাজা(লেভেল ৩), বাড়ি # ১৬, সড়ক # ১৬, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯

বিজ্ঞ/১৬১/২৪

যুব জীবনে পবিত্র জপমালা প্রার্থনার গুরুত্ব

ডানিয়েল লর্ড রোজারিও

একজন যুবক-যুবতীর জীবনে মা-মারীয়ার ভূমিকা অপরিসীম। কারণ আমাদের জাগতিক মায়েদের মতোই কুমারী মারীয় আমাদের স্বর্গীয় স্নেহে আগলে রাখেন। মা মারীয়া এমন একজন ব্যক্তি যিনি ইতিহাসের সময় ও ভৌগলিক স্থানকে অতিক্রম করেছেন। তিনি এখনো অগণিত মানুষকে অনুপ্রাণিত করছেন। মা মারীয়াকে নিয়ে এ পর্যন্ত অনেক কবিতা,গান, প্রবন্ধ ও বই রচনা হয়েছে। শিল্পীগণ তাকে নিয়ে অনেক ছবি এঁকেছেন। অনেক ব্যক্তি তার নাম ধারণ করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় মা মারীয়ার নামে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মিত হয়েছে। কুমারী মারীয়া হলেন সমগ্র বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নারী।

কুমারী মারীয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কুমারী মারীয়া ছিলেন গালিলিয়া প্রদেশের নাজারেথ গ্রামের এক কৃষক বালা। তিনি চৌদ্দ বছর বয়সেই ঈশ্বর পুত্রের জননী হবার আহ্বান লাভ করেন। কুমারী মারীয়ার পিতা-মাতা সমন্ধে পবিত্র বাইবেলে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। তবে মণ্ডলী কর্তৃক অস্বীকৃত সাধু জেমস্‌ের মঙ্গলসমাচার অনুসারে মারীয়ার পিতার নাম যোয়াকিম এবং মাতার নাম আন্না বা হান্না বলে উল্লেখ করা হয়। মারীয়ার পিতা মাতা খুব ঈশ্বর-ভীরু ও ধার্মিক ছিলেন। তিনি ছিলেন পিতামাতার বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সন্তান। শৈশবে মারীয়ার পিতা-মাতা তাকে মন্দিরে উৎসর্গ করেন। মারীয়া এক সাধারণ পরিবারের মানুষ হলেও তিনি ছিলেন এক সুন্দর চরিত্রের মানুষ। মারীয়া ছিলেন গভীর বিশ্বাসী, ধ্যানময়ী ও প্রার্থনাশীল নারী। তাই অনেক ছবি/মূর্তিতে তাঁকে প্রার্থনাশীল অবস্থায় দেখা যায়। মারীয়া ছিলেন বাধ্য ও অনুগত নারী, যা তিনি শিখেছিলেন তার পিতা-মাতার কাছ থেকে। কুমারী মারীয়া এক আলোকিত নারী, যিনি তাঁর জীবনাদর্শ দিয়ে অগণিত মানুষকে আলোকিত করে চলেছেন।

যুবজীবনে প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা

একজন যুবকের চলার পথে রয়েছে নানা পরীক্ষা প্রলোভন। আর যিশু বলেন "প্রার্থনা কর, যেন প্রলোভনে না পড়।" অনেকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যিশু কেন আমাদেরও প্রলোভন জয় করতে প্রার্থনা করতে বলেন? এই প্রশ্নটিও করা যেতে পারে: আমাদেরও মধ্যে এমন কে আছে, যার জীবনে কোনদিনও প্রলোভন আসেনি? নিষ্পাপ শিশুদের ছাড়া এমন কোন মানুষই খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার জীবনে কোন প্রলোভন আসেনি। প্রলোভন আমাদেরও জীবনেরই একটি বাস্তবতা। কিন্তু আসলে কি করলে প্রলোভন জয় করা যায়?

প্রার্থনা হলো প্রলোভন জয় করার সবচেয়ে বড় শক্তি। অর্থ-বিত্ত বা সম্পত্তি দিয়ে কখনো প্রলোভন জয় করা যায় না। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বা ক্ষমতা দিয়েও প্রলোভন জয় করা যায় না। প্রার্থনা হলো প্রলোভন জয় করার সবচেয়ে বড় শক্তি, যা আমাদেরকে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে নিয়ে যায় এবং আমাদেরকে প্রলোভন জয় করতে শক্তি দান করে।

মহাত্মা গান্ধী বলেন : "আমি পন্ডিত ব্যক্তি হতে চাই না, কিন্তু প্রার্থনার মানুষ হতে চাই।" মহাত্মা গান্ধী ধ্যানী ও প্রার্থনাশীল

মানুষ ছিলেন বলেই যিশুর মত জীবনের অনেক প্রলোভন জয় করে সাধু-মানুষ হতে পেরেছিলেন।

'কিশোর রত্ন' সাধু ডমিনিক সাভিও তাঁর জীবন স্বপ্ন দেখেছিলেন এই বলে: " আমি সাধু হতে চাই "। তাঁর পরিবারের প্রার্থনা জীবন থেকেই তিনি এত সুন্দর স্বপ্ন দেখতে পেরেছিলেন। তিনি প্রতিদিন সবার আগে গির্জায় যেতেন। প্রার্থনার শক্তিতে ও ঐশ করুণায় বলীয়ান হয়ে তিনি শপথ করেছিলেন: " আমি মরবো, তবুও পাপ করবো না। পাপ করার চেয়ে মৃত্যু ভালো।

পারিবারিক সুরক্ষায় যুবাদের জপমালা প্রার্থনা

বর্তমানে পরিবারগুলোতে অনেক সমস্যা বিদ্যমান। আর বেশিরভাগ সমস্যার মূলে যুবক-যুবতীরা। পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও সমাজব্যবস্থার কারণে যুব সমাজ বর্তমানে বিপথে যাচ্ছে যার ফলে পরিবারে নানাবিধ সমস্যা। এছাড়াও দারিদ্রতা, বেকারত্ব, বিবাহ বিচ্ছেদ, অবৈধ বিবাহ, বহু বিবাহ, অনৈতিক জীবন, ব্যক্তিগত ধ্যান প্রার্থনার অভাব, পারিবারিক প্রার্থনায় শিথিলতা,গির্জা প্রার্থনায় অনিহা ইত্যাদি। এসব সমস্যা সমাধানে যুব সমাজের প্রার্থনা একটি বড় শক্তি কারণ মা তার সন্তানকে অনেক বেশি ভালোবাসেন।

মা মারীয়ার গুণাবলী ও যুবাদের করণীয়

• মারীয়া ছিলেন সহজ, সরল, আদর্শ ও বিনম্র নারী। তিনি বাধ্য, বিনয়ী ও পদাবনতী নারী। তাই আমাদেরও যুবজীবনে উচিত মা-মারীয়ার ন্যায় সহজ-সরল ও বাধ্যতার জীবন গঠন।

• তিনি অনুগতা ও প্রার্থনাশীল নারী। আমাদের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হলো প্রার্থনা। তাই আমাদের প্রতিনিয়ত প্রার্থনার মানুষ হয়ে উঠতে হবে।

• মারীয়া ধ্যানময়ী এবং ঐশবাণী ধারণকারিণী ও বাহিকা। আমাদেরও প্রতিনিয়ত ঈশ্বর আহ্বান করেন তার বাণী প্রচার করতে। তাই আমাদের হয়ে উঠতে হবে মঙ্গলবাণীর একনিষ্ঠ প্রচারক।

• তিনি অমলোদ্ভবা, নিষ্কলঙ্কা ও আদিপাপ বর্জিতা। আমরা কেউ আদিপাপ বর্জিতা না কিন্তু আমাদেরও চেষ্টা করতে হবে জগতের মোহ-মায়া হতে নিজেকে বিরত রাখা।

• মা-মারীয়া যিশুর প্রথম অলৌকিক কর্মের সহকারিণী। আমাদেরও চেষ্টা করতে হবে খ্রিস্টের বাণী অন্যের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে যিশুর একনিষ্ঠ সেবক হয়ে উঠা।

• যিশুর প্রচার জীবনে মারীয়া বিনম্রা ও বিশ্বস্তা নারী। আমাদেরও প্রত্যেককে বিনম্রচিত্তে যিশুর বাণী ধারণ ও বহন করতে হবে।

• মারীয়া ছিলেন বন্ধুসুলভ ও সুসম্পর্কের অধিকারী তাই মায়ের গুণে গুণান্বিতা হয়ে আমাদেরকেও সকলের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষার্থে কাজ করতে হবে ।

যুবজীবনে জপমালা প্রার্থনার গুরুত্ব

যিশুর মা মারীয়া মানব মুক্তির ইতিহাসে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। মা-মারীয়ার জীবনী আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে সঠিক ও নির্ভূল জীবন যাপন করতে। জপমালা প্রার্থনার সাথে একাত্ম হয়ে পোপগণ মারীয়াকে মণ্ডলীতে গুরুত্ব দিয়েছেন। পোপ দশম লিও (১৫১৩-১৫২১) ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসকে 'জপমালার মাস' হিসেবে ঘোষণা দেন। পোপ ত্রয়োদশ লিও জপমালা প্রার্থনা বিষয়ে বলেন, "যে সমস্ত মন্দতা সমাজকে

আক্রান্ত করে তা প্রতিহত করার জন্য জপমালা হলো একটি কার্যকর উপায়।" কার্ডিনাল সাধু হেনরী নিউম্যান তার জীবন থেকে বলেন, "জপমালা প্রার্থনার চেয়ে আনন্দদায়ক আর কিছু নেই।" এছাড়াও যারা প্রতিনিয়ত জপমালা প্রার্থনা করে, মা মারীয়া তাদের ১৫ টি প্রতিজ্ঞা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেই ১৫ টি প্রতিজ্ঞা হলো:

১) যে কেউ জপমালা প্রার্থনার মাধ্যমে বিশ্বাস সহকারে আমার কৃপা ও ভক্তি করবে সে লক্ষণীয় কৃপা লাভ করবে।

২) যারা আমার মালা বলবে তাদের সবাইকে আমি বিশেষভাবে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করি।

৩) নরকের বিরুদ্ধে জপমালা হবে সবচেয়ে শক্তিশালী বর্ম, এই জপমালাই পাপের ক্ষয়, লাম্পট্যের ধ্বংস এবং ভ্রান্ত মতবাদের পরাজয় সাধন করবে।

৪) এই রোজারী সদগুণ ও ভালো কাজ বিকাশের কারণ হবে। এই প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছ থেকে আত্মার জন্য অফুরন্ত ক্ষমা লাভ করে, জাগতিক মোহ ও অহংকার থেকে হৃদয়কে তুলে নেবে। এই জপমালা তাদের মধ্যে অনশ্বর বস্তুর প্রতি আগ্রহের সঞ্চার করবে।

৫) আন্তরিক ভক্তির সাথে যে জপমালা আবৃত্তি করবে এবং পবিত্র নিগূঢ়তত্ত্বগুলি ধ্যান করবে, সে কোন কালেই দুর্ভাগ্যের শিকার হবে না। সে অশুভ মৃত্যু দ্বারা বিলুপ্ত হবে না বরং ন্যায়ের পথে ঐশ কৃপাধীন হয়ে যোগ্য হয়ে উঠবে।

৬) জপমালার প্রতি সত্যিকার ভক্তিমতি, মণ্ডলীর সংস্কার লাভ না করে মৃত্যুবরণ করবে না।

৭) জপমালায় বিশ্বাসীরা জীবিত ও মৃত্যুকালে ঈশ্বরের আলো এবং তার পূর্ণ কৃপা লাভ করবে।

৮) এমনকি নিজের জন্য যে জপমালার মাধ্যমে কৃপা ভিক্ষা করে সে ধ্বংস হবে না।

৯) ইহকালে যারা জপমালায় ভক্তিশীল তাদেরকে আমি পরকালে মধ্যস্থান থেকে উদ্ধার করব।

১০) জপমালায় আস্থাভাজনেরা উচ্চতর পর্যায়ের স্বর্গীয় মহিমার অধিকারী হবে।

১১) এই প্রার্থনার মাধ্যমে তোমরা যা কিছু যাচ্না করবে, তা তোমরা লাভ করবেই করবে।

১২) যারা প্রচারে প্রচেষ্টারত, তাদের প্রয়োজনে তারা আমার সাহায্য লাভ করবে।

১৩) আমি আমার ঐশ পুত্রের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি লাভ করেছি যে, যারা আমার মালার পক্ষে থাকবে তাদের জীবিত ও মৃত্যুকালে সমস্ত স্বর্গীয় বিচারকমণ্ডলী তাদের পক্ষ নিয়ে অনুনয় করবে।

১৪) যারা জপমালা প্রার্থনা করে তারা আমার সন্তান এবং আমার একমাত্র পুত্রের ভাই-বোন।

১৫) আমার মালার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনই হচ্ছে তোমাদের অদৃষ্ট নির্ধারণের বৃহত্তম চিহ্ন।

তাই ভক্তি ভরে ও শ্রদ্ধা সহকারে যতবার আমরা রোজারিমালা আবৃত্তি করি ততবারই মণ্ডলীর সাথে একাত্ম হই এবং ঐশ অনুগ্রহ লাভের প্রীতিভাজন হয়ে উঠি। তাই আমাদের যুবা জীবনে মা-মারীয়ার জপমালা প্রার্থনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর মধ্য দিয়েই আমরা পরম পিতরি প্রিয় সন্তান হয়ে উঠতে পারি। তাই আসুন আমরা প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা করি এবং মায়ের স্নেহতলে জীবন কাটাই।

তথ্যসূত্র: কস্তা এস দিলীপ : প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ঢাকা।

জাগো বাঙালি জাগো, একবার ভাবো

সিস্টার রেবা ভেরোনিকা ডি'কস্তা আরএনডিএম

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে, আজ আমরা আছি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে। প্রায় ৫৩ বৎসর অতিক্রম করছি আমরা বাঙালি জাতি এই বাংলার মাটিতে, বাংলার বায়ু, জল, ফল মূল, আকাশ বাতাসে পুষ্ট হয়ে।

আমরা বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে এক ভূখণ্ড নিয়ে গর্বিত। বাংলার উড্ডীয়মান লাল সবুজের পতাকা, ও "সোনার বাংলা" জাতীয় সঙ্গীত আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের পরিচয়।

আজ ৫৩ বৎসর পরেও যারা বাংলাদেশকে, বাংলার পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতকে নিজের অস্তিত্ব বলে পরিচয় দিতে পারেনি বা পারছে না, তারা কারা? তারা নিশ্চয়ই বাঙালি নয় বা বাঙালি জাতি নয়। তারা হয়তো বা ৫৩ বৎসর বাংলাদেশে বাস করেছে এবং নিজেদের সুখ সুবিধার জন্য বাংলাদেশী বলে শ্বাস কেটেছে। এই বাংলার মাটিতে, বাংলার বায়ু, জল, ফল মূল, আকাশ বাতাসে তারা পুষ্ট হয়েছে। কিন্তু বাংলা মায়ের পরিচিতি নিজের অস্তিত্বে মিশাতে পারেনি।

তাহলে এটাই কি বুঝতে হবে যে বিগত ৫৩ বৎসরে বাংলার ঐতিহ্য, বাংলাদেশের অস্তিত্ব (নাম, পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত) তাদের মনের বা দেহের কোথাও না কোথাও বিষাক্ত বিষফোঁড়ার মত পুষেছিল। যা এখন বিস্ফোরণ হওয়ার উপক্রম প্রায়। তাদের আমরা কি নাম দিতে পারি?

যারা অন্তরে, মনে বিষফোঁড়া পুষেছিল, আমি বিশ্বাস করি তারা সেই বিষফোঁড়া বর্তমান তরুণদের বুঝাতে ব্যর্থ হলেও বা যুবগোষ্ঠীর মগজ ধোলাই করতে না পারলেও কোন না কোন ঘুণ-ধরা গোষ্ঠীর ছত্রছায়ায় বিষফোঁড়ার বিস্ফোরণ ঘটাতে চাইবে। হাতে ধনু নিয়ে তীরের অপেক্ষায় প্রহর গোনারই মত। কখন সেই তীর ধেয়ে আসবে আর তারা ছোড়াছুড়ি শুরু করবে। আর কত হেয়ালীপনা চলবে বাংলাদেশ নিয়ে?

আসুন, নীরবে বসে একবার ধ্যান করি। বাঙালির নিজ অস্তিত্ব ও পরিচয়কে বুঝতে ও আকড়ে ধরে বাঁচতে শিখি। তা নাহলে এটাই যদি আমাদের আত্মপরিচয় হয় যে, যখনই আমরা কোন আন্দোলন করে, কোন নবায়ন বা নতুনত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করি তখনই সব পাল্টে দেব। তাহলে বুঝতে হবে এই ভূখণ্ড এক তিপান্নতে নাম, পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত পাল্টালে কত রকমের, কত বারের মত পাল্টাবে? তার ইয়ত্তা নেই। কারণ আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কতশত সহস্রকোটি বৎসর এই বাংলায় পুষ্ট হবে ও নাম পাল্টাবে, বলতে পারেন?

আসুন আমরা যেন মাতাল না হই। ইতিহাসকে যেন এত ঠুন্‌কো অবকাঠামোতে না রাখি। আমরা যেন বারবার বিশ্বাসঘাতকের পরিচয় বহন না করি। আসুন বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে, বাংলার আকাশে লাল সবুজের পতাকা উড়িয়ে গেয়ে উঠি, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। জাগো বাঙালি জাগো, একবার ভাবো।

প্রেরণকর্ম: মঙ্গলবাণী প্রচার

মিঠুন মাথিয়াস এককা

ভূমিকা

"তোমরা জগতের সর্বত্রই যাও, বিশ্বসৃষ্টির কাছে তোমরা ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার" *(মার্ক ১৬:১৫);* "তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর" *(মথি ২৮:২০)*। প্রভু যিশু এসব বাণীর মধ্য দিয়ে তাঁর শিষ্যদের সারা জগতে মঙ্গলবাণী প্রচার করতে পাঠান। যিশু তাঁর কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর শিষ্যদের হাতে কোন পার্থিব জিনিস দেননি, বরং তিনি দান করেছেন তাঁর বাণী এবং তাঁর উপস্থিতিকে। যিশু তাঁর কাজ সাধন করার জন্য তাদেরকে সক্ষম করে তুলেছেন পবিত্র আত্মা দানের মধ্য দিয়ে। এই ভাবে খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রেরণ অভিযান শুরু। শিষ্যগণ যিশুর কথামতো সারা জগতে ছড়িয়ে পড়েন এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করেন। পরবর্তীতে তাদের উত্তরাধিকারীগণ এবং খ্রিস্টানুসারী অন্যান্য অনেকেই মঙ্গলবাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ফলে জগতের মানুষ খ্রিস্টের প্রেমবাণীতে মুগ্ধ হয়ে খ্রিস্টকে তাদের মুক্তিদাতা বলে মেনে নেন। খ্রিস্টের উপর বিশ্বাসী হয়ে তারা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত হন। এভাবেই মণ্ডলীতে প্রেরণকাজের সূচনা হয়।

বুৎপত্তিগত অর্থে প্রেরণ ও প্রেরণকর্মী

"প্রেরণ" (Mission) শব্দটির অর্থ বাংলায় "পাঠানো" (Sending); পাঠানোর ক্রিয়াবাচক শব্দ হলো 'প্রেরণ করা'। শাব্দিক অর্থে মিশন (Mission) শব্দের অর্থই হচ্ছে একটি উদ্দেশ্য নিয়ে প্রেরিত। "প্রেরণকাজ" মানে হল ঐশপ্রেরণায় প্রেরিত হয়ে যিশুর বাণী প্রচার করা ও যিশুতে বিশ্বাসী মানুষদের পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে দীক্ষাস্নাত করা। ইংরেজীতে প্রেরণ কাজের অর্থ হল Missionary Work; যারা প্রেরণ কাজের জন্য প্রেরিত তাদেরকে মিশনারী (Missionary) বা প্রেরণ কর্মী বলা হয়। প্রভু যিশু নিজেও একজন প্রেরণ কর্মী। কারণ পিতা পরমেশ্বর তাকে মানুষের আধ্যাত্মিক মুক্তি ও পরিত্রাণের জন্য এ জগতে পাঠিয়েছিলেন। তাই তিনি হলেন এ জগতে সকল প্রেরণকর্মীর আদর্শ। প্রেরণকর্মী শব্দটি ল্যাটিন 'মিনিষ্টার' (Minister) শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ হল 'ভৃত্য'। এই শব্দটি আবার ল্যাটিন আরেকটি শব্দ 'মানুছ' (Manus) এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যার অর্থ 'হাত'। তাহলে মিনিষ্টার শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় "যে চাকর হাতের কাছে"। "প্রেরণ" শব্দটির সমার্থক হলো "নির্দেশ"।

প্রেরণকার্যের ভিত্তি

মণ্ডলীর প্রেরণকর্মও ঈশ্বরেরই কাজ। তীর্থযাত্রী মণ্ডলী নিজ প্রকৃতিগতভাবেই প্রৈরিতিক, কারণ পিতার পরিকল্পনা অনুযায়ী পুত্র ও পবিত্র আত্মার প্রেরণকার্যেই তার উৎস। পবিত্র আত্মা হলেন প্রেরণকর্মের মূল চালিকাশক্তি। সাধু লুকের মতে প্রেরণকর্ম, পবিত্র আত্মারই কাজ।

জীবন সাক্ষ্য জীবন দৃষ্টান্ত ও বাণী প্রচার

প্রেরণকর্মে লক্ষ্য অর্জনের জন্য মাতা মণ্ডলীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রেরণকাজের প্রথম ধাপ হিসেবে নিয়েছি জীবন দৃষ্টান্ত বা সাক্ষ্যদান। অর্থাৎ নিজ জীবন সাক্ষ্য দিয়ে সকলের কাছে মঙ্গলবাণী প্রচার করা। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে "word flies example attracts" অর্থাৎ কথা যায় উড়ে কিন্তু দৃষ্টান্ত মানুষকে আকর্ষণ করে। বর্তমানে মানুষ শিক্ষকের চেয়ে সাক্ষ্যকে, শিক্ষার চেয়ে অভিজ্ঞতাকে এবং তত্ত্বের চেয়ে জীবন ও কাজকে বেশী বিশ্বাস করে। খ্রিস্টীয় জীবনের সাক্ষ্যই প্রেরণকর্মের প্রাথমিক ও অপরিহার্য উপায়: খ্রিস্টেরই যে প্রেরণ দায়িত্ব আমরা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তার সর্বশ্রেষ্ঠ 'সাক্ষ্য' তিনি নিজেই *(প্রত্যাদেশ ১:৫; ৩:১৪)* এবং তাঁর এই সাক্ষ্যই সর্বপ্রকার খ্রিস্টীয় আর্দশস্বরূপ। পবিত্র আত্মা মণ্ডলীর সাথে তাঁর যাত্রা পথে থেকে খ্রিস্টের পক্ষে সাক্ষ্যদানকর্মে তাঁকে সাহায্য করেন *(যোহন ১৫:২৬-২৭)*। আমাদের সাক্ষ্যদানের মূল লক্ষ্য হবে মিলনসমাজ প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের সাক্ষ্যদানের মানদণ্ড হবে-যাজকীয় (পবিত্রীকরণ); প্রাবক্তিক (শিক্ষা-সাক্ষ্যদান) এবং রাজকীয় (সেবামূলক পরিচালনা/ প্রশাসনিক) দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে।

১) বাণী প্রচার (Evangelization)

মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করা প্রেরণ কর্মের এক স্থায়ী অগ্রাধিকার। মঙ্গলবার্তা ঘোষণার ভিত্তিতে কেন্দ্রে এবং এর সমগ্র গতিময়তায় থ াকবেন যিশু। প্রেরণ কর্মে ঘোষণা করতে হবে মানবরূপ জাত ঈশ্বরের পুত্র যিশু খ্রিস্টেই ঐশ অনুগ্রহ ও করুণার মহাদান রূপে সকলকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন। যিশুকে প্রচার করাই হবে আমার প্রেরণ কর্মের মূল বিষয়বস্তু।

২) খ্রিস্ট-কেন্দ্রীক প্রচার

"আমরা তো নিজেদের প্রচার করি না; আমরা খ্রিস্ট যিশুকেই প্রভু বলে প্রচার করি...." *(২য় করি ৪:৫)*। আমাদের প্রচারের কেন্দ্রীয় বিষয় যিশু খ্রিস্ট *(গালা ১:১৬)*। আমরা প্রেরণ কর্মে ঘোষণা করর, "যিশু হলেন স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র" *(শিষ্য ৯:২০)*। সেই খ্রিস্টকে যিনি "ক্রুশবিদ্ধ" *(১ম করি ১:২৩)*, যিনি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য "মৃত্যুবরণ" করেছিলেন *(১ম করি ১৫:৩)* এবং যিনি শাস্ত্রবচন পূর্ণ করে "পুনরুত্থানও করেছেন" *(১ম করি ১৫:৪; ১৫:১২; শিষ্য ১৩:৩০-৩৭; ১৭:৩১)*।

৩) বিশ্বাসের বাণী ঘোষণা

একজন প্রেরণকর্মীর কাজ হলো 'বিশ্বাসেরই বাণী' *(গালা ১:২৩; রোমীয় ১০:৮)* প্রচার করা। আমার প্রেরণ কর্মে সকলের মাঝে বিশ্বাসের বাণী ঘোষণা করা আমার দায়িত্ব। আমাকে ঘোষণা করতে হবে যারা পুনরুত্থিত যিশুর উপর বিশ্বাস রাখবে তারাই অন্তরে লাভ করবে ধার্মিকতা, লাভ করবে পরিত্রাণ। সকলের কাছে এই সত্য উপস্থাপন করতে হবে যে, এই পরিত্রাণ আসে খ্রিস্ট যিশুতে বিশ্বাসেরই ফলে।

৪) সত্য মঙ্গলসমাচার প্রচার

যিশুর মঙ্গলসমাচারই একমাত্র সত্য মঙ্গলসমাচার, ঈশ্বরের মঙ্গলসমাচার *(২ থেসা ২:৮-৯)*। এই মঙ্গলসমাচার হলো যিশু খ্রিস্টেরই বিষয়ে এবং যিশুর মধ্য দিয়ে সাধিত ঈশ্বরের পরিত্রাণেরই বিষয়ে। আমার প্রেরণ কর্মের পরিকল্পনায় রয়েছে সেই সত্য মঙ্গলসমাচার প্রচার। সত্য মঙ্গলসমাচার প্রচার করতে গিয়ে আমাকে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম; দুঃখ যন্ত্রনা ভোগ; বিরোধীতা এমনকি কারাবরণও করতে হতে পারে। সত্য মঙ্গলসমাচার যা আমি আমার জীবনে ধারণ করেছি তা প্রচারে ক্ষান্ত হওয়া যাবে না। সাধু পল যিশুর কাছ থেকে পাওয়া মঙ্গলসমাচার *(গালা ১: ১১-১২)* প্রচার করেছেন একজন সেবক বা মাধ্যম হিসেবে। ঠিক তেমনি ভাবে আমার প্রেরণ কর্মে আমিও যিশুর কাছ থেকে পাওয়া মঙ্গলসমাচার প্রচার করব সেবক বা মাধ্যম হিসেবে।

৫) ঐশরাজ্যের কথা প্রচার

প্রেরণকর্মীদের মূল কাজ হলো ঐশরাজ্যের

কথা প্রচার করা। আমরা সবাই যে ঐশরাজ্যের দিকে গমনরত তা সবাইকে প্রেরণকর্মী হিসেবে উপলব্ধি করতে হবে এবং প্রচারের মধ্য দিয়ে তা উপলব্ধিতে সহায়তা করতে হবে। পৃথিবীটাকে ঐশরাজ্য করে তোলার ক্ষেত্রে প্রেরণকর্মীগণ ভূমিকা রাখতে পারেন। একজন ঐশরাজ্যের প্রচারক হিসেবে আমাকেও ঐশরাজ্যের কথা প্রচার করতে হবে। প্রচার করার জন্য আমাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা, এক গৃহ থেকে অন্য গৃহে যেতে হবে; শুধুমাত্র গিয়ে গিয়ে যে প্রচার করব তা নয় বরং যারা আমার সান্নিধ্যে আসবে তাদেরকে ঐশরাজ্যের সুবার্তা শুনাব।

মানবিক ও সামাজিক উন্নয়ন

প্রত্যেক মানবব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট এবং খ্রিস্টে পরিত্রাণ সাধিত, অতত্রব মানব পরিবারের সদস্য হিসাবে প্রত্যেক মানব ব্যক্তি অমূল্য ও যথাযথ শ্রদ্ধালাভের অধিকারী-এটাই হচ্ছে খ্রিস্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার মূল ও সার কথা। খ্রিস্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার সাথে একাত্ম হয়ে আমাদের প্রেরণ কর্মের দ্বিতীয় ধাপ হলো মানবিক ও সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে মঙ্গলবাণী প্রচার। সুসমাচার প্রচার করা ও মানব উন্নয়ন সাধনের মধ্যে একটা "ঘনিষ্ঠ সংযোগ" রয়েছে।

১) শান্তি ও পুর্নমিলনের জন্য কাজ

ন্যায্যতা ও শান্তি সম্পূরক। ন্যায্যতা, শান্তির পূর্বশর্ত। বর্তমান বাস্তবতার আলোকে দেখলে দেখব যে পারিবারিক অশান্তি ও পারিবারিক ভাঙ্গন একটি বড় চিন্তার বিষয়। যে সমস্ত পরিবারে অশান্তি সেই সব পরিবারে প্রভুর বাণী অনুসারে একতা, মিলন ও ভ্রাতৃত্বের কথা ঘোষণা করা আমার কাজ। অপরদিকে যে সমস্ত পরিবার কোন না কোন কারণে পারিবারিক বিচ্ছেদের মধ্যে রয়েছে তাদের কাছে পুর্নমিলনের কথা ঘোষণা করা যা হবে মঙ্গলসমাচারের আলোকে। শুধুমাত্র পরিবার ভাঙ্গন নয় অন্য সকল বিষয়ে শান্তি ও পুর্নমিলনের জন্য মঙ্গলসমাচারের শিক্ষাই হবে সমাধানের প্রধান সোপান বা হাতিয়ার।

২) মানবাধিকার সংরক্ষণ ও ন্যায্যতার জন্য কাজ

ঈশ্বর আমাদের যেসব দান দিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে স্বাধীনতা হচ্ছে সবচেয়ে মৌলিক দান। যখন মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মর্যাদাবোধ, মূল্যবোধ থাকে তখন মানুষের মধ্যে মানবাবিধার থাকে। মানবাধিকার বলতে দুটি জিনিসকে বুঝায় অধিকার ও কর্তব্য। 'ন্যায্যতা হল ব্যক্তি মানুষকে মর্যাদা দেওয়া এবং তার মানবিক ও মৌলিক অধিকারের প্রতি ন্যায্যতাপূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করা।' আমার প্রেরণ কর্ম পরিকল্পনায় আমার প্রতিবেশি ও অন্যদের অধিকার রক্ষার দায়িত্বও আমাকে নিতে হবে।

৩) দরিদ্রদের জন্য ভাবনা ও দরিদ্রদের সেবা (Option for the Poor)

যিশুর মঙ্গলবার্তা প্রচার ও পালকীয় সেবাকাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল দীনজনের পাশে থাকা, তাদের প্রয়োজনকে অন্তরের ভালোবাসা দিয়ে দেখা এবং সহায়তা দান করা। "প্রভুর আত্মিক প্রেরণা আমার উপর নিত্য অধিষ্ঠিত, কারণ প্রভু আমাকে অভিষিক্ত করেছেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীনদরিদ্রের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে, ..."*(লুক ৪;১৮০*। যিশুরই মত মাতামণ্ডলী দীনজনদের পাশে থাকেন ও দীনদরিদ্রদের সেবায় নিয়োজিত আছেন। পোপ বেনেডিক্ট স্পষ্ট করে বলেছেন "পরমেশ্বরের ভালোবাসা ও প্রতিবেশিকে নিজের মতো ভালোবাসা ছাড়া প্রকৃত অর্থে কোন সেবা হতে পারে না।" আবার পোপ ফ্রান্সিস ১৯ মার্চ ২০১৩ খ্রিস্টযাগের উপদেশে প্রধান লাইনরূপে ব্যবহার করেছেন ও জোর দিয়ে বলেছেন যে, "সত্যিকারের শক্তি হল সেবা" এবং সেই সেবা হবে "সবচেয়ে দরিদ্রদের সেবা, সবচেয়ে দুর্বল, এবং সবচেয়ে তুচ্ছ ব্যক্তিদের সেবা। একজন প্রেরণকর্মী হিসেবে আমার নজর থাকবে দরিদ্রদের প্রতি। দরিদ্র মানুষের কাছে যিশুর সান্ত্বনার বাণী শোনানো।

৪) ভালবাসাপূর্ণ সেবাকাজ (Charitable Work)

ভ্রাতৃপ্রেম প্রতিটি প্রৈরিতিক কাজের উৎস ও চালিকাশক্তি। "আমার এই তুচ্ছতম ভাইদের একজনেরও জন্য তোমরা যা কিছু করেছ, তা আমারই জন্যে করেছ" *(মথি ২৫:৪০)*। 'দয়ার কাজ সমূহকে মণ্ডলী নিজের প্রেরণকাজ এবং অধিকার বলে দাবী করে। সেজন্যই দরিদ্র এবং পীড়িতদের প্রতি করুণা, দয়ার কাজ সকল এবং সকল প্রকার মানবীয় অভাব দূর করার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার কাজসমূহকে মণ্ডলীতে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে গণ্য করা হয়'। মণ্ডলীর বাস্তব লক্ষ্যগুলো হলো মঙ্গলবার্তা প্রচার এবং দয়া আর সমাজসেবার কাজের ভেতর দিয়ে খ্রিস্টপ্রেমকে প্রচার করা। এ কাজের দায়িত্ব রয়েছে আমারও উপর। আর্থিক বা বৈশ্বিক সাহায্য নয় আধ্যাত্মিক সাহায্যও ভালবাসাপূর্ণ দায় নিয়ে করতে হবে।

প্রেরণকার্য ক্ষেত্রে পরিচর্যার সমৃদ্ধি ও চ্যালেঞ্জসমূহ

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি যেমন পাল্টেছে, তেমনি মানুষের ধর্মীয় জীবন-যাপন ও মাণ্ডলীক কাজ-কর্মে আগ্রহও হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে মানুষ নানা পাপ কাজ, অর্থপূজা, অন্ধবিশ্বাস, ব্যভিচার তথা নানা অনৈতিক কাজে লিপ্ত। বর্তমানে আধুনিকতার মধ্যে মানুষের অনৈতিকতা দিন দিন বাড়ছে। মানুষের মধ্যে প্রতিশোধমূলক মনোভাব, হিংসা, স্বার্থপরতা নানা দুষ্কর্ম ও মন্দতা বিরাজ করছে। খবরের পাতা খুললেই দেখা যায় খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, ধর্ষণ, নির্যাতিন, আত্মঘাতি বোমা হামলা, রাজনৈতিক অস্থিরতার বাস্তব চিত্র। মানুষের জীবনে আরাম-আয়েশ, আত্মতৃপ্তি, উন্মাদনা-উত্তেজনা নিঃসন্দেহে বেড়ে গেছে। জীবনে হৈ চৈ হট্টগোল আছে, প্রশান্তি নেই। অনেক প্রাচুর্য আছে কিন্তু সুখ নেই। জগত খ্রিস্টকে চায়, খ্রিস্ট আমাদের চান। এই যুগে বাণীপ্রচারের ক্ষেত্রে সবকিছুই যেন চ্যালেঞ্জপূর্ণ। সাধু পলের ন্যায় জীবন বাজী রেখে অত্যন্ত ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে এই সমস্ত বাধা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের চ্যালেঞ্জ থেকে দূরে পালিয়ে গেলে চলবে না। চ্যালেঞ্জ এর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করাই হলো আমাদের প্রেরণকাজ আর এই ব্যাপারে সাধু পলই হলেন প্রেরণকর্মীদের আদর্শ।

উপসংহার

ঈশ্বরের প্রেরণ কাজ (মিশন) বলতে আমরা বুঝি খ্রিস্টের সুসমাচার বা মঙ্গলবার্তা প্রচার করা। মণ্ডলীর মাধ্যমে জগতকে বলতে চেয়েছে যে ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন এবং তাঁর স্বর্গরাজ্যে সকলকে নিয়ে যেতে চান। জগতে মণ্ডলীর দুটি প্রধান দায়িত্ব- প্রথমটি খ্রিস্টকে গ্রহণ করে যারা ঈশ্বরের ভালোবাসার আশ্রয়ে বাস করে তাদেরকে সাক্রামেন্ত গুলির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের পথে ধরে রাখা এবং আধ্যাত্মিক জীবনে বৃদ্ধি পেতে সহায়তা করা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঈশ্বরের ভালোবাসার সুসমাচার তথা পরিচর্যা ও সেবার মধ্য দিয়ে অন্যকে ঈশ্বরের রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করা। প্রভু যিশু আমাদের আদর্শ, তাঁর শিক্ষাই আমাদের মিশন কাজের মূল-মন্ত্র। যিশু যেমন তাঁর সমাজের সকল মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রাম, সুখ-দুঃখ, অভাব-অনটন, প্রত্যাশাকে ঘিরে মিশন (Mission) কাজে নিয়োজিত ছিলেন, আমাকেও আশাপাশের সকল মানুষের জীবনকে উদ্দেশ্য করে মিশন (Mission) কাজ করতে হবে। ঈশ্বর সর্বদা নতুন ভাবে তাঁর সন্তানদের মধ্যদিয়ে জগতের মানুষের জন্য কাজ করতে চান। আমি যেন আমার বিশ্বাসের যাত্রাপথে তাঁর ইচ্ছা বুঝতে পারি এবং পবিত্র আত্মার শক্তি ও সাহসে এগিয়ে যেতে পারি। আমার বিবেক ও হৃদয়কে সুতীক্ষ্ণ ও সুকোমল করতে হবে যাতে মঙ্গলবাণী প্রচারের যে দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে তা পালন করতে পারি। সাধু পলের মত আমিও যেন বলতে পারি 'ধিক্ আমাকে যদি আমি না মঙ্গলবাণী প্রচার করি'।

বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায় পড়ুন...

প্রবাস জীবন যেন বহুরূপী

সুজিত লুইস গমেজ

গ্রামের ছেলে আমি, জন্ম থেকেই গ্রামের ধুলোবালি, কাদামাটি আমার প্রতিটি অঙ্গে অঙ্গে যেন এখনোও মিশে আছে বেশ মায়াময়, খোলামেলা ছায়া-সুনিবিড় সবুজ অরণ্যে ঘেরা গ্রামেই উদ্যম ও চঞ্চলতায় কেটেছিল আমার শৈশব, কৈশোর এবং তারুণ্য। যদিও এখন সবই স্মৃতি, কোনোদিন ভাবিনি অদৃষ্টের চাকা ঘুরে শত স্মৃতির বাঁধন ছিড়ে একদিন পারি জমাবো সুদূর প্রবাসের কংক্রিটের শহরে। যেখানেই শুধু আকাশ ছোঁয়া দালানের সারি আর শত ব্যস্ততায় আবদ্ধ জীবন। কিন্তু শত দূরত্ব আর ব্যস্ততার মাঝেও পরম মমতায় হৃদয়ের মণিকোঠায় আগলিয়ে রেখেছি সেই ফেলা আসা গ্রামের সোনালী স্মৃতিগুলিকে। এখনো স্মৃতির কথা ভেবে ভেবে কাটে বেলা, প্রতিদিনই ভাবি কবে, কখন এই ব্যস্ত জীবনের কোলাহল ছেড়ে আমার প্রিয় জন্ম ভূমিতে পা রেখে মমতাময়ী মার চরণ দুটি আমার বক্ষে জড়াবো। কবে ফেলা আসা সেই চিরচেনা গাঁয়ের মেঠো পথে প্রেয়সীর হাত ধরে হেঁটে হারিয়ে যাবো দূরের কোন পথে, কবে আবার দেখতে পাবো দিগন্তজুড়ে সবুজে ভরা ফসলের মাঠ, ভরা জল-টলোমলো ইছামতী নদী, নদীর বাঁক ঘেঁষে তন্বি তরুণীর মত দাঁড়িয়ে থাকা শরতের সাদা কাশ ফুলের গুচ্ছগুলিকে, কবে আবার প্রাণ জুড়াবে পাকা ধানের মৌ মৌ করা সুবাসে? বড্ড মনে বাসনা ছিল, গ্রামের ছেলে, গ্রামেই সুখের ঘর বাঁধবো, কিন্তু নিয়তি হয়তো সেটা চায়নি, তাই হইতো ভাগ্যের চাকায় ঘুরে পারিবারিক সূত্রে আজ আমি প্রবাসী। দীর্ঘ চৌদ্দটি বৎসর চলে গেছে এই দূর প্রবাসে। যাইহোক আমরা বাঙালি প্রবাসী বা অভিবাসীরা কেমন আছি? ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বললে কীভাবে কাটছে আমাদের জীবন? দেশের অস্থিতিশীল গুমোট রাজনৈতিক পরিবেশ আর ভয়াল করোনা পরিস্থিতিতে আমরা কী খুব ভালো আছি? দেশ ও স্বজনদের দূরে রেখে আমাদের প্রবাসজীবন কী খুব স্বস্তিতে কাটছে? নাকি সোনার হরিণের পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে আমরাও ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। এই প্রশ্নগুলো করার পেছনে মূলত অন্য কোনো অযাচিত উদ্দেশ্য নেই। সুখ-দুঃখ আর কষ্টের অনুভূতিগুলো শুধুমাত্র বলার প্রয়াসমাত্র। কারণ, কারও কাছে যাপিত জীবন বড্ড বেশি অহংকারী আবার কারও কাছে বেঁচে থাকাটাই বড় চ্যালেঞ্জ। হোক না সে প্রবাসী কিংবা অন্য কেউ? অ্যামেরিকায় প্রবাসজীবনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি থেকেই আজকের এই লেখা।

প্রবাসী বা অভিবাসীদের মধ্যেও অনেক রকমভেদ আছে। এই রকমভেদ কিছুটা অঞ্চলভিত্তিক এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবাসীদের যাত্রা ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। কেউ প্রবাসে আসছে অর্থ উপার্জন করার জন্য, আবার কেউ আসছে উচ্চশিক্ষার্থে, আবার কেউ আসছে পারিবারিক সূত্র ধরে, আবার কেউ আসছে উন্নত জীবন যাপনের উদ্দেশে। উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন এদের সবাই প্রবাসী। সবাই ছুটছে ওই সোনার হরিণের পেছনেই স্বজনদের নিয়ে যদি কিছুটা ভালো থাকা যায়, সন্তান-সন্তাদি যদি একটু ভালো শিক্ষা-দীক্ষা পায়, গাড়ি, সুন্দর একটা বাড়ি কিনে জীবনে আরও একটু আরাম-আয়েশে থাকা যায়, দিন-রাত পরিশ্রম করে যদি ব্যাংক ব্যাল্যান্স করা যায় ভবিষ্যতের জন্যে, একটু নিরাপদে থাকা যায়, পরিবারের সবাইকে একটু সচ্ছল রাখা যায়, বয়স হলে যাতে সরকারি ভাতা বা পেনশন পাওয়া যায়, সুচিকিৎসা পাওয়া যায় ইত্যাদি মনস্কামনায় মানুষ সাধারণত পাড়ি জমায় প্রবাসে। আমরা প্রবাসীরা সবাই বাঙালি আর প্রবাসের মাটিতেও আমাদের একমাত্র পরিচয় আমরা আজীবন বাঙালি।

যাইহোক প্রবাসের জীবন মানেই কিন্তু সোনার হরিণ পাওয়া নয়, প্রবাস মানেই এক অন্য রকম ছঁকে বাঁধা ব্যস্ত জীবন। তাই গ্রামের জীবন আর প্রবাসের জীবনের মাঝে আছে হাজার গুন তফাৎ। প্রবাসীদের জীবন কেমন কাটে? এ প্রশ্নটা হয়তো আমাদের অনেকেরই এবং কারও কারও এ ব্যাপারে রয়েছে বিশেষ কৌতূহল এবং কৌতূহলটা তাদেরই বেশি যাদের স্বজনেরা প্রবাসী, কিংবা যারা দীর্ঘ দিন ধরে প্রবাসে যাওয়ার বাসনা মনোমধ্যে পুষে রেখেছে।

প্রবাস মানেই কি নিঃসঙ্গতা? একাকিত্ব? নাকি প্রবাস মানেই হাড়ভাঙা পরিশ্রম। কেমন কাটে প্রবাস জীবন? কেউ বলে মলিন নয়তো ফ্যাকাশে আবার কেউ বলে পানসে। কারও কাছে রোমাঞ্চকর কিংবা অতিমাত্রায় স্বাধীনতা আবার কারও কাছে জীবনের সোনালি অধ্যায়ের যাত্রা শুরু। এই ভিন্ন ভিন্ন ভাবনাগুলো তাদের, যারা প্রবাসী। আর যারা প্রবাসী নন, তাদের ধারণাটা কেমন প্রবাসীদের সম্পর্কে? এটা আমার পক্ষে বলা কঠিন হলেও কিছুটা তো উপলব্ধি করতে পারি। তাই বলছি যত দূর উপলব্ধি করেছি, প্রবাসী সম্পর্কে অপ্রবাসীদের ধারণা পুরোটাই অর্থকেন্দ্রিক। অর্থাৎ, প্রবাসী মানে অঢেল অর্থ উপার্জনের কারিগর। এই ধারণাটা মোটেই ভুল নয় কিংবা নতুন কিছু নয়। এটা তো ঠিক বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা ঘোরানোর চাবিকাঠি তো দীর্ঘকাল ধরেই প্রবাসীদের নিয়ন্ত্রণে। বাংলাদেশ ব্যাংক বছর ঘুরে গুনছে হাজার কোটি ডলারের বেশি বৈদেশিক মুদ্রা! তাই বুঝতে কারও কষ্ট হয় না, প্রবাসী মানে হাড়ভাঙা একদল খেটে খাওয়া মানুষ। আর সেই প্রবাস নামক জায়গার নাম যদি হয় আমেরিকা, তাহলে তো কোন কথাই নেই। এখানের জীবন মানেই কঠিনতম বাস্তবতা, এক কথায় কারোরই সময় নেই বসে থেকে আরাম-আয়েশে জীবন যাপিত করার। সারাদিন একপ্রকার হন্নে হয়ে জীবিকার প্রয়োজনেই কাজ-কর্মে ডুবে থাকতে হয় সবারই। কেউ জীবিকার তাগিদে একদিনেই দুইয়ের অধিক জায়গায়ও পালাক্রমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিশ্রম করে থাকেন। তারপর আবার সংসারের বিভিন্ন কাজকর্ম তো আছেই। এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেই টিকে থাকতে হয় নারী-পুরুষ উভয়কে সমানতালে। কারণ, জীবন-জীবিকার মান উচ্চতর বা উন্নত হওয়ায়, ব্যয়ভারের পাল্লাটাও এখানে অনেক ভারী। এখানে সবারই গাড়ি-বাড়ি কেনা হয় ব্যাংক লোন বা মর্টগেজ লোনের মাধ্যমে, নিরাপদ ও সুস্থ থাকতে প্রয়োজন হয় হেলথ ইনস্যুরেন্স, আবার গাড়ি-বাড়ির নিরাপত্তার জন্যেও দরকার হয় ইনস্যুরেন্স, ইনকাম অধিক হলে ছেলেমেয়ের স্কুলের পড়াশুনার জন্য গুনতে হয় বাড়তি খরচ, যারা এপার্টমেন্টে থাকে তাদের দিতে হয় আকাশছোঁয়া রেন্ট, মোবাইল-ইন্টারনেট এবং গাড়ির গ্যাসের খরচতো আছেই, এছাড়াও সাংসারিক খরচ, বিদ্যুৎ বিল, পানির বিল, বেবি-সিটিং এবং আরও অনেক আনুসাঙ্গিক খরচ আছেই। প্রধান কথা হল, এখানে সময়মত কোন লোন বা বিল পরিশোধ করা না গেলে, ঋণ খেলাপিকে গুনতে হয় জরিমানা, যেতে হয় কোর্টে, নষ্ট হয়ে যায় তার সমস্ত ক্রেডিট কিংবা নীতিমালা লঙ্ঘনকারীর কাছ থেকে ব্যাংক পুনরায় ছিনিয়ে বা বাজেয়াপ্ত করা হয় নিজ মালিকানা। এই জন্যেই আমেরিকার প্রায় মানুষের মাথার উপর থাকে শত লোন পরিশোধের বোঝা, কাজ করেই কঠিন বাস্তবতার সাথে টিকে থাকতে

হয় প্রতিনিয়ত, আর এরই জন্যেই এখানে মানুষের এত ব্যস্ততা।

আমেরিকা এমন একটি দেশ, এখানে হাজারো রকমের মানুষের বাস। শত কষ্টের ভীড়েও এখানে আছে বাঁচার স্বাধীনতা। এখানে জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবারই সম-অধিকার। হোক সে অভিবাসী বা প্রবাসী। সবার জন্যেই এখানে আইনের প্রয়োগ এক সমান্তরাল গতিতে বহমান। সবার জীবনের মূল্যকেই এখানে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে থাকে এ দেশের সরকার। এখানে নবজাতক শিশু থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত শিশু-কিশোরদের জন্যে সরকার থেকে দেওয়া হয় বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা এবং পঁয়ষট্টি বছরের বয়স্ক নাগরিকরা পেয়ে থাকেন সরকারি ভাতা (Retirement benefit) সাথে আর অনেক সুযোগ-সুবিধা। যেসব পরিবারের বাৎসরিক আয় সীমিত বা অল্প, তারাও সরকারের কাছ থেকে পেয়ে থাকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা যেমন সাপ্লিমেন্টাল নিউট্রিশন অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম (স্ন্যাপ) অথবা 'ফুড স্ট্যাম্প', ঋণ, অনুদান, বাসস্থান, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, মেডিকেইড ইত্যাদি। তাছাড়া যেইসব পরিবার আবাসন খরচ বহন করতে পারে না তাদের জন্য বিভিন্ন সরকারি আবাসন প্রকল্প রয়েছে। এর মধ্যে সাবসিডাইজড হাউজিং, হাউজিং ভাউচারস ও পাবলিক হাউজিং প্রকল্প অন্যতম। আবার অনেকেই আছেন বিভিন্ন শারীরিক অসুবিধার জন্য কাজ করতে অক্ষম। তাদের জন্য রয়েছে সাপ্লিমেন্টাল সিকিউরিটি ইনকাম (এসএসআই), সোশ্যাল সিকিউরিটি ডিজঅ্যাবিলিটির (এসএসডি) মতো প্রকল্প।

অনেকের মতে, অ্যামেরিকা হল এমন একটি দেশ, যাকে বলা হয়, "Land of opportunit"। এই দেশ উন্নত জীবনের স্বপ্ন ফেরি করে দুনিয়া ব্যাপী, এখানে একটু মাথার মগজ খাঁটিয়ে, সঠিক ভাবে চলে, একটু কষ্ট বা অধ্যবসায়ের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করলেই নিশ্চিত সোনার হরিণই পাওয়ার সমতুল্য। তাছাড়া উন্নত বাসস্থান, কর্মসংস্থান, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিনোদন ও মানসিক বিকাশের জন্যে কি নেই এখানে। তাছাড়া বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর এ দেশকে আধুনিক বিশ্বের উন্নয়নের প্রাণকেন্দ্রও বলা হয়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বর্তমানে বিশ্বে আমেরিকার অবস্থান এখনো প্রথম। যুগের সাথে তাল মিলিয়েই ঘুরছে এখানে উন্নয়নের চাকা, আমেরিকার জিডিপি বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রায় ৩৪ দশমিক ৩ শতাংশ। অ্যামেরিকার উপর বিশ্বের অনেক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিভরশীল। অ্যাপল, গুগল, মাক্রোসফট, ফেসবুক, অ্যামাজন, আইবিএম, ইন্টেল, স্ন্যাপচ্যাট সবই আমেরিকান টেকনোলজি ও প্রযুক্তি। যে দেশের ৮০০ মিলিটারি বেস আছে এবং পুরো বিশ্বে সামরিক বাহিনীর পেছনে মোট যত খরচ হয় তার ৩৭ শতাংশই যে দেশের সামরিক বাহিনীর পেছনে খরচ করা হয় তাকে তো সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র না বলে উপায় নেই। মার্কিনরা যে সব সময় সম্পদ ও পেশিশক্তি দিয়ে বিশ্বে তাদের আধিপত্য স্থাপন করেছে, তা কিন্তু নয়। বরং দেশটি তাদের নিজেদের মধ্যে গণতন্ত্র চর্চা, অভ্যন্তরীণ সুশাসন, বিশ্ব মানবতায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন ও বিশ্বের যেকোনো অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারিতে সবার আগে মানবিক সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে অন্যদের মধ্যে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা ও সম্মান বৃদ্ধি করছে।

আমেরিকায় সমঅধিকার নীতির পাশাপাশি আছে শক্ত আইনের নীতিমালা। সঠিক আইনের নীতিমালা দ্বারা গঠিত সরকারি আইন বাবস্থা সবার উপড়েই সমভাবে প্রয়োগ হয় বলেই এ দেশ আজও এত উন্নত ও সভ্য। এখানে আছে জীবন যাপনের জন্যে সঠিক নিরাপত্তা বাবস্থা। অন্যান্য দেশের মত এখানেও অনেক Crime (অপরাধ) সংঘটিত হয়ে থাকে কিন্তু দিনের ২৪ ঘণ্টায়ই যে কোন পরিস্থিতিতেই এখানে পুলিশ সার্ভিস থাকে অত্যন্ত সচল ও সক্রিয়। খুবই দক্ষতা এবং নিষ্ঠার সাথে তাঁরা দায়িত্ব পালন করে বলেই আজও এখানে শান্তি খুঁজে পাওয়া যায়। যে কোন সমস্যায় ৯১১ কল করলেই মুহূর্তের মধ্যেই পৌঁছে যায় পুলিশ কিংবা স্বাস্থ্য-সেবাকর্মী বা ফায়ারসার্ভিস সেবাকর্মীরা। নিরাপত্তার জন্যে প্রত্যেকটি স্থায়ী নাগরিকেরই এখানে থাকতে হয় সরকারি আইডি কার্ড যার মধ্যে রক্ষিত থাকে তার সমস্ত জীবন বৃত্তান্তের আপডেট। কাজ করার জন্যে প্রয়োজন হয় সোস্যাল সিকিউরিটি নাম্বার। সংক্ষেপে SSN অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গোপন একটি নম্বর, যা ছাড়া আমেরিকাতে কাজ করা যায় না কিংবা ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করার জন্য, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন, ক্রেডিট কার্ড, ড্রাইভার লাইসেন্স, স্বাস্থ্য বীমা ইত্যাদি পেতে এই কার্ড ব্যবহার করা হয়। নাগরিকের আজীবন উপার্জন এবং বছরের কাজকর্মের সংখ্যা, রিটায়ারমেন্ট প্লান ইত্যাদি বিষয় নজরদারি রাখার জন্যও সরকার এই নাম্বারটি ব্যবহার করে থাকে। তবে এখানে সবকিছুরই বিনিয়োগের বিনিময়ে সরকারকে দিতে হয় কর বা ট্যাক্স। বৈধ ভাবে আমেরিকায় প্রবেশ করলে, এক মাসের ভিতরেই মিলে গ্রীন কার্ড (যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বসবাসের জন্য বৈধ অনুমোদন) ও work permit। পাঁচ বৎসর পর দেওয়া হয় Citizenship। যারা অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে এখানে আসে কিংবা Tourist ভিসাতে এসে এখানে বসবাস করতে চায়, তারাও একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে আবেদন করতে পারে Asazlam (আশ্রয়)।

আমেরিকা পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম দেশ, পঞ্চাশটি ষ্টেটের সমন্বয়ে গঠিত এ দেশের বর্তমান বাংলাদেশের আদম শুমারির তথ্যমতে এক কোটির অধিক আমেরিকান প্রবাসী বাঙালিদের বসবাস। এদের মধ্যে বাঙালি খ্রিস্টানদের আনুমানিক সংখ্যা কত তা সঠিক ভাবে সরকারের না জানা থাকলেও ১০ হাজারের কাছাকাছি হবে বলে তা ধারণা করা হয়। তবে নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মেরিল্যান্ড, ভার্জিনিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া, কানেটিকাট, শিকাগো অঙ্গরাজ্যেই সবচেয় বেশী প্রবাসী বাঙালি খ্রিস্টানদের বাস। দেশের মত প্রবাসেও প্রবাসী বাঙালি খ্রিস্টানদেরও আছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা সমিতি। এখানেও বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান খুবই জাঁকজমক ভাবে পালন করা হয়ে থাকে। সবচেয়ে বড় কথা, আমেরিকাতে প্রত্যেক অভিবাসীদের মধ্যে আছে একে অন্যের প্রতি নিবিড় ভালোবাসা। সবাই সবার প্রতি খুবই আন্তরিক এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ। বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে সবাই সবার মত করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। দেশ থেকে যখন কোন নতুন প্রবাসী এ দেশে এক বুক স্বপ্ন নিয়ে আসে, প্রবাসীরাই সর্বপ্রথম বিভিন্ন ভাবে তাদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসে। গ্রীষ্মে বাড়ির উঠোনের টাট্‌কা ভেজালমুক্ত শাকসবজি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে সহভাগিতা, পরিবারের সবাইকে নিয়ে বিভিন্ন উপলক্ষে Get-together পার্টির আয়োজন করা, সবাই মিলে বনভোজনে যাওয়া, ইইচই পার্টি, Thanksgiving daz সেলেব্রেট করাই এখানে একটা রীতিতে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও দেশীয় সব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি চর্চা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও খেলাধুলা, পিকনিক-বনভোজন ইত্যাদি কর্মকাণ্ড এখানে খুবই আনন্দের সাথে পালন করা হয়। দেশীয় মুখরোচক খাবারের রেস্টুরেন্ট, দেশীয় পণ্যের বা গ্রোসারি দোকান সবই আছে এখানে। তাছাড়া নিউইয়র্কের জ্যাকসান হাইটস যেন এক বাঙালি পাড়া, যেন নিউইয়র্কের ভেতরে এক টুকরো বাংলাদেশ, সেলোয়ার কামিজ, লুঙ্গি, পায়জামা পরেই বাঙালিরা হরহামেশাই এখানে চলাফেরা করতে দেখা যায়। প্রশস্ত রাস্তার ফুটপাতে তরিতরকারী শাকসবজির দোকান। দেশীয় আলতা সিঁদুর, চুড়ি, গামছার দোকান। রাস্তার দুধারে জুয়েলারী, পোশাক পরিচ্ছদ ও হোটেল রেস্তোরা আর কত কি।

আমেরিকায় রয়েছে পৃথিবীর সেরা বিশ্ববিদ্যালয়, তাই এখানে পড়ার জন্য সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিযোগিতা করে থাকে। বিভিন্ন উচ্চতর শিক্ষা লাভের আশায় বাঙালি শিক্ষার্থীরাও এখন পিছিয়ে নেই। প্রতি বছরই বাংলাদেশ থেকে আসছে হাজার হাজার শিক্ষার্থী। পদার্থ বিদ্যা, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রে দেয়া মোট নোবেল পুরস্কারের প্রায় অর্ধেক এবং অর্থনীতিতে দেয়া মোট নোবেল পুরস্কারের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই আমেরিকার। তাহলে বোঝার আর অবশেষ থাকে না এদেশে শিক্ষার মান কত উন্নত।

১৪৯ বছর ধরে বিশ্বের এক নম্বর অর্থনীতিতে প্রথম অবস্থানে টিকে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাই আমেরিকায় সবসময়ই বেকারত্বের হার সর্বনিম্ন বরং অন্য দেশ থেকে এ দেশের কর্মসংস্থানের ঘাটতি পূরণ করার জন্যে Manpower (জনশক্তি) সংগ্রহ করা হয়। একই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনে প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রেসিডেন্ট তা জোরালো ভাবে বলে আসছিলেন এবং American First এ কথাটি এখন বেশ শোনা যায় তার মুখ থেকে। যাইহোক এ দেশের নাগরিকদের কাজের অভাব নেই, আবার কার্যক্ষেত্রেও আছে বিভিন্ন Job Securit (কাজের নিরাপত্তা)। বাঙালি আমেরিকানরাও বেশ দাপটে বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান ও হোটেলের বিভিন্ন কাজের সাথে জড়িত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনেক বাঙালি প্রবাসীরাই এ দেশে আইটি সেক্টরে পড়াশুনা করে তাদের ক্যারিয়ারে উজ্জ্বল ভবিষ্যত ও সম্ভাবনার পথ দেখতে পেয়েছেন।

আমেরিকা বাঙালি প্রবাসী বা অভিবাসীদের এক প্রিয় ঠিকানা, কিন্তু সম্প্রীতি করোনার ভয়াবহতায় যেন প্রবাসীরা খুবই আতঙ্কের মধ্য দিয়ে দিন আতিবাহিত করছে, সবচেয়ে মৃত্যুর হার আমেরিকাতেই বেশি ছিল। সরকার কিংবা বিভিন্ন চ্যারিটি থেকে অনেকেই বিভিন্ন সহযোগিতা পাচ্ছেন, আবার অনেকেই জীবিকার তাগিদে ও মানব সেবায় কিংবা নিজ কাজ রক্ষার্থে এই ভয়াভয়তার মধ্যেই কাজ করে গিয়েছিলেন। অনেকেই কাজ হারিয়ে, সরকারি সাহায্য না পেয়ে মনবেতার জীবন পালন করেছেন। আবার অনেকেই ঘরে বসেই অফিস করছে, স্কুল, কলেজ এখন সবকিছুই চলছে অনলাইন ভিত্তিক।

অবশেষে বলতে চাই, প্রবাসে পাখির ডাকে ভোরে ঘুম ভাঙে না, ভাঙে ঘড়ির অ্যালার্মে। যেন যন্ত্রের সঙ্গে জীবনের সুঁতোটা বাঁধা। শখ করে কেউ প্রবাসী হতে চায় না, সবাই তার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে একসাথে সুখে শান্তিতেই বসবাস করতে চায়। কিন্তু আমাদের দেশের বিবিধ সমস্যার কারণেই তা হয়ে ওঠে না। নিজের শিকড় ছেড়ে আমরা বাঙালি প্রবাসীরা যত দুরেই যাই না কেন, জন্মভূমির জন্যে আমাদের আত্মার টানটা সবসময় থেকেই যায়। দেশের সমস্ত সুখের-দুঃখের পাশে প্রবাসীরাও আছে এবং আজীবন হয়তো থাকবেও। শুধু রেমিটেন্স পাঠিয়েই প্রবাসীরা দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখে না, প্রবাসীরা চায় এই কষ্টার্জিত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার হোক, আমাদের দেশও বহির্বিশ্বের মত অনেক উন্নত হোক, কর্মসংস্থান হোক, যাতে করে শত শত মানুষকে প্রবাসী না হতে হয়। প্রবাসীদের কল্যাণে সরকারকেও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রবাসী বা অভিবাসীরা যাতে কোথাও কোনো ধরনের হয়রানির শিকার না হন সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মহলের খেয়াল রাখা উচিত। তাছাড়া ভোটাধিকার প্রয়োগের ব্যবস্থা, রেমিটেন্স পাঠানো সহজীকরণ, নিরাপদ বিনিয়োগের ক্ষেত্র এবং বিদেশ ফেরতদের জন্য স্বাস্থ্যবীমা চালু, দেশের বাইরে দুর্ঘটনায় কোন প্রবাসী মারা গেলে সরকার থেকে সহযোগিতা করতে হবে। এতে দেশের সম্পদের সুষ্ঠু পরিচর্যা হবে। রেমিটেন্স বৃদ্ধি পাবে। দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে। সর্বোপরি, প্রবাসীরা ভালো থাকলে ভালো থাকবে বাংলাদেশ। প্রবাসীরা দেশে আসে একটু শান্তির জন্যে, পরিবারের সাথে একটু ভালো সময় কাটাতে কিন্তু প্রবাসী বা অভিবাসীরা দেশে এলে বিমানবন্দর থেকেই শুরু হয় নানান যন্ত্রণা। ইমিগ্রেশনে পোহাতে হয় ঝামেলা। এইদিকেও সকারের বিশেষ নজর রাখতে হবে। পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যত প্রবাসী বা অভিবাসী আছে, সবাই ভালো থাকুন, নিরাপদে থাকুন এই কামনা করি সৃষ্টিকর্তার কাছে অবিরত।

১২ পৃষ্ঠার বাকি অংশ

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১) জুবিলী বাইবেল, কাথলিক বাইবেল, কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, বাংলাদেশ, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।

২) বন্দোপাধ্যায়, সজল এবং খ্রীস্তিয়াঁ মিংঙো: মঙ্গলবার্তা, ঢাকা, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ।

৩) সীমা, ফা: ফ্রান্সিস গমেজ ও বার্ণার্ড পালমা: দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলসমূহ, কাথ লিক বিশপ সম্মিলনী, বাংলাদেশ, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ।

৪) বাংলাদেশ খ্রীষ্টমণ্ডলীর জাতীয় পালকীয় কর্মশালা-২০১৮, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ২০১৮।

৫) বৈরাগী, রেভা: ভিক্টর বি., মণ্ডল, ফা: সুখেন এ্যান্থনি (অনুবাদক), *মুক্তিদাতার প্রেরণ ও প্রেরণকার্য*, এস, করিম প্রিন্টাস, বাবুবাজার, ঢাকা, ১৯৯১।

৬) স্পেজিয়ালে, আরতুরো পিমে, প্রৈরিতিক গুণাবলী, রিয়েল টাচ, ঢাকা, ২০১৫।

৭) পিনোস, লুইজী পিমে, *খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রেরণকাজে আনন্দ*, ২০০৫।

দড়িপাড়া খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:
স্থাপিত: ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ, রেজি নং- ৮৩/২০০৭, সংশোধিত রেজি নং-০৩/২১
গ্রাম: দড়িপাড়া, পো: অ: কালীগঞ্জ-১৭২০
উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর, বাংলাদেশ।
মোবাইল: ০১৮৩২৭৬৭০২৪, ০১৭৩১৩৯৪৯২১

DARIPARA CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.
Estd: 2004, Reg No. 83/2007,
Amended Reg No. 03/2021
Vill: Daripara, P. O. Kaligonj-1720
Upazila: Kaligonj, Dist: Gazipur, Bangladesh
Mob: 01832767024, 01731394921
E-mail:dcccul@yahoo.com

সূত্র: এজিএম ০১(২)২৪ তারিখ: ০২/১০/২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

২০ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)

তারিখ: ৮ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ রোজ শুক্রবার, সময়: সকাল ৯:০১ মিনিট

স্থান: সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়, দড়িপাড়া।

এতদ্বারা দড়িপাড়া খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ৮ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ৯: ০১ মিনিটে সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের ২০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থেকে ২০ তম বার্ষিক সাধারণ সভাকে সফল ও স্বার্থক করে তোলার জন্য সকল সদস্য/সদস্যাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে–

2/10/24

ডেনিস আলেকজান্ডার কস্তা
চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা কমিটি
দড়িপাড়া খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:

সোহেল থিউটনিয়াস রোজারিও
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি
দড়িপাড়া খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:

বিজ্ঞ/১৫৮/২৪

নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

স্থাপিত: ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দ, নিবন্ধন নং-৭১/৯৮, ক-৪৭/১, নদ্দা, গুলশান, ঢাকা-১২১২

৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১লা জুলাই ২০২৩ খ্রীষ্টাব্দ হতে ৩০শে জুন ২০২৪ খ্রীষ্টাব্দ)

তারিখ: ১৫ই নভেম্বর ২০২৪ খ্রীষ্টাব্দ, শুক্রবার, সময়: সকাল ১০.০০ ঘটিকা

স্থান: ডি' মাজেনড্ ক্যাথলিক গীর্জা, নয়ানগর, বারিধারা, গুলশান, ঢাকা-১২১২

এতদ্বারা নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড-এর সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের সদয় জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৫ই নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, সকাল ১০.০০ ঘটিকায়, ডি' মাজেনড্ ক্যাথলিক গীর্জা, নয়ানগর, বারিধারা, গুলশান, ঢাকা-১২১২-এর মিলনায়তনে অত্র সমিতির ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল প্রকার স্বাস্থ্যবিধি মেনে সদস্য-সদস্যাদের নিজ নিজ পরিচয়পত্র অথবা ছবিযুক্ত ক্রেডিট পাশ বই এবং সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ যথাসময়ে উপস্থিত থেকে সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, সকাল ৮:০০ ঘটিকা হতে সভার রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু হবে।

বার্ষিক সাধারণ সভার কর্মসূচি

উদ্বোধনী :
(ক) উপস্থিতি গণনা, কোরাম পূর্তি ও আসন গ্রহণ, মিনিটস রক্ষক নিয়োগ, জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন, পবিত্র বাইবেল থেকে শাস্ত্রবাণী পাঠ এবং প্রার্থনা;
(খ) প্রয়াত সদস্য-সদস্যাদের আত্মার কল্যাণার্থে প্রার্থনা ও নীরবতা পালন;
(গ) কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা;
(ঘ) সভাপতির স্বাগত বক্তব্য;
(ঙ) অতিথিদের বক্তব্য।

মূল কর্মসূচি :
০১। ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন ও অনুমোদন;
০২। ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রমের উপর বাৎসরিক রিপোর্ট পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
০৩। বার্ষিক হিসাব বিবরণী এবং উদ্বৃত্তপত্র বিবেচনা ও অনুমোদন;
০৪। নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
০৫। পরবর্তী আর্থিক বৎসরের জন্য প্রাক্কলিত বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
০৬। ঋণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ পেশ ও অনুমোদন;

অন্যান্য কর্মসূচি :
(ক) ক্রেডিট কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;
(খ) সুপারভাইজরী কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;
(গ) খেলাপী ঋণ আদায় কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;
(ঘ) বিল্ডিং নির্মাণ তছরুপকৃত অর্থ সমন্বয় প্রসঙ্গে।
(ঙ) বিবিধ;
(চ) লটারী ড্র;
(ছ) ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপনী প্রার্থনা।

রিচার্ড রিপন সরদার
সভাপতি
নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.

শুভজিৎ সাংমা
সম্পাদক
নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.

বিশেষ দ্রষ্টব্য:
(ক) সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোনো সদস্য/সদস্যা সমিতিতে শেয়ার ও ঋণ খেলাপী হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য/সদস্যা সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না;
(খ) সকাল ৮:০০ ঘটিকা থেকে ১০:০০ ঘটিকার মধ্যে যারা নাম রেজিস্ট্রেশন করবেন তাদের নামই কেবল কোরাম পূর্তি বিশেষ লটারীতে অন্তর্ভূক্ত হবে। কোরাম পূর্তি লটারীতে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে;
(গ) সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের সকাল ৮:০০ ঘটিকা হতে ১০:০০ ঘটিকার মধ্যে উপস্থিত হয়ে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে, খাদ্য কুপন সংগ্রহ করে সাধারণ সভা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে অনুরোধ করছি।

বিজ্ঞ/১৫৫/২৪

আলোচিত সংবাদ

রাষ্ট্রপতির বক্তব্যে তোলপাড়

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্র নিয়ে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের মন্তব্যে দেশজুড়ে তোলপাড় তৈরি হয়েছে। শেখ হাসিনার পদত্যাগের কোনো দালিলিক প্রমাণ বা নথিপত্র নিজের কাছে নেই বলে এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি। তাঁর এ বক্তব্যের পরই রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

সাংবাদিক ও সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেছেন, 'তিনি শুনেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছেন, কিন্তু তাঁর কাছে এ-সংক্রান্ত কোনো দালিলিক প্রমাণ বা নথিপত্র নেই।' তিনি বলেন, 'সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার যখন বঙ্গভবনে এলেন তখন জানার চেষ্টা করেছি প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন কি না? একই জবাব। শুনেছি তিনি পদত্যাগ করেছেন। এ বিষয়ে সচিবালয়ের আইন মন্ত্রণালয়ে নিজ অফিস কক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেন, 'সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ ইস্যুতে বর্তমান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন মিথ্যাচার করেছেন।*(https://www.bd-pratidin.com/first-page/2024/10/22/1041287)* ২২/১০/২০২৪

৭ মার্চ, ১৫ আগস্টসহ জাতীয় আট দিবস বাতিল হচ্ছে

জাতীয় শোক, শিশু ও ঐতিহাসিক ৭ মার্চসহ আটটি দিবস বাতিল করছে অন্তর্বর্তী সরকার। গত সেপ্টেম্বর মাসে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে সরকার এসব জাতীয় দিবস বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। গত ৭ অক্টোবর তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কালের কণ্ঠকে বলেন, আটটি জাতীয় দিবস বাতিল করা সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। শিগগিরই এসব দিবস বাতিল করে পরিপত্র জারি করবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

নির্বাচন হতে পারে ২০২৫ সালের মধ্যে : আসিফ নজরুল

আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের মধ্যে আগামী জাতীয় নির্বাচনের আয়োজন করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। বৃহস্পতিবার (১৮ অক্টোবর) রাতে বেসরকারি একটি টেলিভিশন চ্যানেলের এক অনুষ্ঠানে, নির্বাচনের সময় জানতে চাইলে এ কথা বলেন আইন উপদেষ্টা। আসিফ নজরুল বলেন, সার্চ কমিটির মাধ্যমে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠনসহ নির্বাচনপূর্ব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে আগামী বছরের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করা হতে পারে। নতুন নির্বাচন কমিশন গঠনে শিগগিরই সার্চ কমিটি গঠন করা হবে বলেও জানান আইন উপদেষ্টা। তিনি বলেন, এরপর নতুন নির্বাচন কমিশন ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ন করবে এবং তারপর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ঈদ-পূজার ছুটি বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন

ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের দুই ঈদ এবং সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দুর্গাপূজার ছুটি বাড়িয়ে ২০২৫ সালের সরকারি ছুটির প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এর আগে ১৭ অক্টোবর উপদেষ্টা পরিষদের সভায় ঈদুল ফিতরে পাঁচ, ঈদুল আজহায় ছয় এবং দুর্গাপূজায় দুই দিন ছুটির অনুমোদন দেওয়া হয়। আগে দুই ঈদে তিন দিন করে এবং দুর্গাপূজায় এক দিন সরকারি ছুটি ছিল। ২০২৫ সালের সরকারি ছুটির প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, আগামী বছরের ৩১ মার্চ সোমবার ঈদুল ফিতর এবং ৭ জুন শনিবার ঈদুল আজহায় এক দিন করে সাধারণ ছুটি। এর সঙ্গে ঈদুল ফিতরের আগের দুই দিন ও পরের দুই দিন (২৯ ও ৩০ মার্চ এবং ১ ও ২ এপ্রিল) নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। আর ঈদুল আজহার আগের দুই দিন ও পরের তিন দিন (৫ ও ৬ জুন এবং ৮, ৯ ও ১০ জুন) নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

জনসমর্থনে সামান্য এগিয়ে কমলা, হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান পার্টির মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। একাধিক জরিপে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পেছনে ফেলে সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে আছেন কমলা হ্যারিস। দুই সপ্তাহ পরই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। পুরো বিশ্বের চোখ এ নির্বাচনের দিকে। যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জনসমর্থন জরিপগুলোর গড় হিসাবে মিলেছে এ তথ্য। ইমারসন কলেজের এক জরিপে দেখা গেছে, ট্রাম্পের চেয়ে কমলা ১ পয়েন্টে এগিয়ে। কমলার সমর্থন ৪৯ শতাংশ আর ট্রাম্পের ৪৮ শতাংশ। ট্রাম্প সমর্থিত ফক্স নিউজের তথ্যে, কমলায় চেয়ে ট্রাম্প ২ পয়েন্টে এগিয়ে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টের সমর্থন ৫০ শতাংশ আর কমলার ৪৮। আর ইকোনমিস্ট ও ইউগভের জরিপে কমলা ৪ পয়েন্টে এগিয়ে। *(https://www.somoynews.tv/news/2024-10-22/73TuF2XV)* ২২/১০/২০২৪

আরব আমিরাতে ভিসা সমস্যা দ্রুত সুরাহার আশ্বাস রাষ্ট্রদূতের

সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভিসা সংক্রান্ত সমস্যা দ্রুত সুরাহার আশ্বাস দিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ আলী আল হামুদি। সোমবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্র সচিব মো. জসিম উদ্দিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এ আশ্বাস দেন রাষ্ট্রদূত।

পররাষ্ট্র সচিব আমিরাতের রাষ্ট্রদূতকে মুলতবি থাকা কর্মসংস্থান ভিসার আবেদনসহ ভিসা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানালে, জবাবে রাষ্ট্রদূত ভিসা সংক্রান্ত সমস্যা দ্রুত সুরাহার এ আশ্বাস দেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার, অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, ভিসা পদ্ধতি সহজীকরণ, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং দুই দেশের মধ্যে সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে কাজ করার ওপর দৃষ্টি নিবন্ধ করা হয়। *(https://www.bd-pratidin.com/national/2024/10/22/1041400)* ২২/১০/২০২৪

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ প্রতিদিন, সময় নিউজ –

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

বিশপ নিয়োগ সংক্রান্ত ভাটিকান ও চীনের মধ্যকার অস্থায়ী চুক্তির সময়সীমা বৃদ্ধি

গত ২২ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ভাতিকানের প্রেস অফিস এক বিবৃতিতে জানান যে, ঐক্যমতের আলোকে, যথাযথ পরামর্শ এবং মূল্যায়নের পরে ভাতিকান ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীন বিশপদের নিয়োগ সংক্রান্ত অস্থায়ী চুক্তির সময়সীমা আরো ৪ বছর বৃদ্ধি

করতে সম্মত হয়েছে। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, ভাতিকান, চীনের কাথলিক মণ্ডলী ও চীনের জনগণের সুবিধার জন্য চীন ও ভাতিকানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো উন্নত করতে চীনের সাথে সম্মানজনক ও গঠনমূলক সংলাপ চালিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

২২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে চুক্তি সম্পন্ন করার মধ্যদিয়ে ভাতিকান ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের মধ্যে সম্পর্কের এক ঐতিহাসিক অধ্যায় সূচিত হয় যে চুক্তিতে চীনের মণ্ডলী ও চীনের সকল বিশপদের পোপ মহোদয়ের সাথে যোগাযোগের ধারাবাহিকতা রাখতে অনুমতি দেওয়া হয়। উভয় পক্ষ দ্বারা সম্পাদিত আরো ৪ বছরের জন্য এ অস্থায়ী চুক্তি বর্ধিত করা হয়। যা আগে ২ বছর অন্তর অন্তর নবায়িত হয়ে তৃতীয় বারে ৪ বছরের জন্য নবায়িত হচ্ছে।

পোপ মহোদয়ের অনুমোদন ছাড়াই আগে চীনে বিশপীয় অভিষেক সম্পন্ন হতো যা বেশ কিছু সমস্যা সৃষ্টি করতো। বিগত ৬ বছর যাবৎ অস্থায়ী চুক্তি হওয়াতে এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। তখন থেকে এখন পর্যন্ত ১০জন বিশপ মনোনীত ও অভিষিক্ত হয়েছেন; যাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নিয়ে ও পূর্বে অভিষিক্ত কিন্তু অস্বীকৃত কয়েকজন বিশপের জনমুখী ভূমিকা স্বীকার করে নেয় বেইজিং। ভাতিকানের সিনডে চীনের মূল ভূখণ্ডের বিশপদের উপস্থিতিসহ ইউরোপ-আমেরিকায় বিভিন্ন সভাতে চীনা বিশপদের অংশগ্রহণ এবং পর্তুগালের লিসবনে বিশ্ব যুব দিবসে চীনা যুবকদের একটি বড় দলের অংশগ্রহণ ও সম্প্রতি পোপ মহোদয়ের প্রৈরিতিক যাত্রাতে চীনা খ্রিস্টবিশ্বাসীদের অংশগ্রহণ নতুন সহযোগিতার চিহ্ন মূর্ত হয়ে ওঠেছে।

মেক্সিকাতে নিহত পুরোহিতকে 'শান্তির যোদ্ধা' হিসেবে আখ্যায়িত করে প্রার্থনা

২০ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে মেক্সিকোর সান খ্রিস্তবাল দে লাস কাসাস এর কুক্সতিতালি ধর্মপল্লীর ফাদার মার্চেলো পেরেজ, খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করার পর হত্যার শিকার হন। সাধু যোসেফের ধর্মসংঘের সন্ন্যাসব্রতী ও সিনডের ১৬শ সাধারণ এসেম্বলীর ডেলিগেট সুপিরিয়র সিস্টার মারীয়া দে লস দলোরেস ভাতিকান নিউজকে জানান, ফাদার মার্চেলো মেক্সিকোর আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের অধিকার নিয়ে কাজ করতে গিয়ে হত্যার শিকার হন। সিনোডাল এসেম্বলী তার জন্য প্রার্থনা করেছে। তবে তাকে যারা হত্যা করেছে তারা শাস্তিবিহীন হয়ে থাকবে না বলে তিনি মনে করেন।

শান্তির জন্য একজন পুরোহিত: ২১ অক্টোবর সিনোডাল এসেম্বলীর শুরুতে মৃত ফাদার মার্চেলোর আত্মার কল্যাণে প্রার্থনা করা হয়। সিস্টার মারীয়া জানান, সিনডে উপস্থিত প্রতিনিধিরা সার্বজনীন মণ্ডলী ও মেক্সিকান জনগণের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। ফাদার মার্চেলো একজন শান্তি যোদ্ধা ছিলেন যিনি দরিদ্রদের মাঝে দরিদ্রতমদের সাথে সংলাপ করতে ও ন্যায্যতা আনতে চেষ্টা করতেন। তিজোদজিল ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়িয়ে তাদের অধিকারের জন্য যেমনি জনমত গড়েছেন তেমনি দেশময় সহিংসতার বিরুদ্ধেও কথা বলেছেন। ফাদার মার্চেলোর খুনিকে বিভেদ সৃষ্টিকারী ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেন সিস্টার মারীয়া।

চিয়াপাস: মানবপাচার ও দারিদ্র দ্বারা চিহ্নিত একটি অঞ্চল

মেক্সিকোর চিয়াপাস প্রদেশ থেকেই ফাদার মার্চেলো এসেছেন। এটি এমন একটি স্থান যেখানে অনেকে পরিস্থিতির শিকার হয়ে অভিবাসনে বাধ্য হয়েছেন, যা সহিংসতার সংস্কৃতি বৃদ্ধি করেছে। চিয়াপাস গুয়াতামালার প্রান্তসীমার কাছে যেখানে দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপীয়ান বিভিন্ন দেশ থেকে অনবরত অভিবাসীরা প্রবেশ করছে। সিস্টার মারীয়া জোর দিয়ে বলেন, এ অভিবাসন ভ্রমণ, পারিবারিক কারণ বা পড়াশুনার জন্য নয় কিন্তু অভাবের কারণে এবং বিভিন্ন প্রয়োজন নিয়েই অসংখ্য অভিবাসীরা এখানে আসেন। চিয়াপাস মাদক পাচারে সম্মুখসারির রাজ্যগুলির একটি। ইনসাইড ক্রাইম নামে একটি এনজিও'র ভাষ্যমতে, চিয়াপাস হলো আমেরিকায় মাদক, অস্ত্র এবং অভিবাসীদের পাচারের একটি স্থান। ফলে এখানে সহিংসতা, বিরোধ, চুরি, মারামারি ও অপহরণ ঘটনা হরহামেশাই ঘটে। ফলে অভিবাসন ঘটনাও ঘটে। নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিভেদ, বিতর্ক এবং অনাস্থা চরম আকার ধারণ করে যদিও তারা অনেকদিন ধরেই একসাথে বসবাস করে চলেছে।

সচেতনতা জাগ্রত করা: মেক্সিকান সিস্টার মারীয়া জোর দিয়েই বলেন যেন, ফাদার মার্চেলোর খুনি শাস্তিহীন না থাকে এবং যথাযথভাবে যেন ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ চিয়াপাস অঞ্চলে যা ঘটছে তা যেন ভুলে না যাওয়া হয়। ফাদারের খুন হওয়া এ বছরের সাম্প্রতিক ঘটনা। কিন্তু গত জানুয়ারি থেকে আগষ্ট পর্যন্ত ৫০০জন আগুন্তকের হাতে প্রাণ হারিয়েছে, যা গত বছরের ৩০৯ সংখ্যা থেকে বেশ বেশি। এ অপ্রিয় সত্যগুলোকে আমাদের আরো জোরেশোরে বলতে হবে যাতে করে বিশ্ব বুঝতে ও শুনতে পারে।

অনলাইনে ডিজিটাল মিশনারীগণের মঙ্গলসমাচার প্রচারের যাত্রা চলমান

গত রবিবারে (২০/১০) প্রেরণ রবিবারে সাধু পিতরের বাসিলিকায় অবস্থিত সাধু পিতরের সমাধি স্থানে ডিজিটাল মিশনারীগণ ভার্চুয়ালি ও শারীরিকভাবে জড়ো হয়েছিলেন 'যাদের কান আছে তাদের শুনতে দাও আত্মা মণ্ডলীকে কি বলছে?' বিষয়টিকে প্রতিপাদ্য করে। পোপীয় যোগাযোগ দপ্তরের প্রিফেক্ট ড. পাউলো রুফিনি ও সেক্রেটারী মন্সিনিয়র লুচো রুইজসহ বিশপ সিনডের সহকারী সচিব বিশপ লুইস মারিন দে সান মার্টিনও সেখানে উপস্থিত হয়ে রাতে প্রার্থনা করার মধ্যদিয়ে ডিজিটাল সিনোডাল উদ্যোগের সমাপ্তি টানেন। সারাবিশ্বের হাজারো কাথলিক ডিজিটাল মিশনারীদের উৎসাহ দান করেন তাদের সেবাকাজের জন্য। সেক্রেটারী বিশপ রুইজ বলেন, 'মণ্ডলী তোমার কথা শুনছে' প্রকল্পটি ডিজিটাল জগতে তার মিশন চলমান রাখবে একতা বজায় রেখে। মণ্ডলী এগিয়ে যায় এমন বিশ্বাসীদের নিয়ে যারা অন্যদের মুখোমুখি হতে, নিরাময় করতে ও মঙ্গলবাণী ঘোষণা করতে চায়। এসো আমরা একসাথে স্বপ্ন দেখতে থাকি এবং এমন ভালো কাজগুলি করতে থাকি যা এ পৃথিবীতে ঈশ্বরের আনন্দ প্রকাশ করে। বিশপ মারিন স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, যিশু শুধুমাত্র একজন অবতার বা ডিজিটাল ব্যক্তি নন কিন্তু তিনি জীবন্ত ব্যক্তি। অনেক যুবকেরাই এখন অনলাইন বা ডিজিটাল মিশনারী কাজ করতে চাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশের যুবারা এ ব্যাপারে সহভাগিতা করেন। শেষে ড. পাওলো রুফিনি নম্রতার সাথে ডিজিটাল মিশনারী কাজ অব্যাহত রাখার আহ্বান রাখেন।

- তথ্যসূত্র : *news.va*

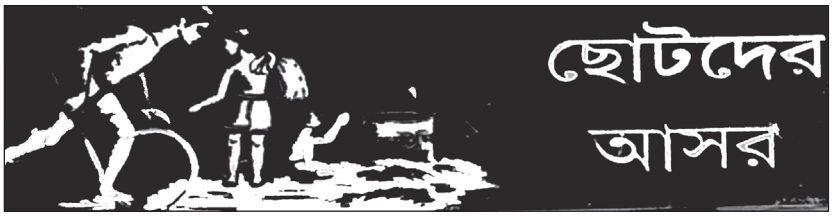

আমার অনুপ্রেরণা

সিস্টার মেরী ইম্মাকুলেট আরএনডিএম

আমি ঈশ্বরের সেবক শ্রদ্ধেয় বিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি'কে প্রথম দেখেছি স্কুল জীবনে। আমি যখন ১০ম শ্রেণীতে পড়ি তখন তিনি বিশপ পদে অধিষ্ঠিত হন। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তিনি একজন নম্র, বিনীত, সহজ-সরল, কর্মঠ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বিশপের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছে। তিনি আমাকে ভালোবাসতেন। আমি করব যা এখনও আমি স্মরণ যখন গোল্লা স্কুলে কর্মরত হয় কিছু খেতে পারতাম দেখতে আসেন আমি খুব মাথায় হাত রেখে পিতৃসুলভ বলেন, ইম্মাকুলেট শীঘ্র আশীর্বাদ পেয়ে ধীরে ধীরে ধন্যবাদ দিয়ে বলেছি আমার দেখতে এসেছেন। আমার বিশপ তাঁর জীবদ্দশায়

একটি ঘটনা সহভাগিতা করে প্রার্থনা করি। আমি ছিলাম তখন আমার অসুখ না বিশপ যখন আমাকে খুশী হয়েছি তিনি আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ করে সুস্থ হয়ে উঠবে, সত্যি উনার সুস্থ হয়েছি উনাকে ও ঈশ্বরকে কী সৌভাগ্য প্রভু আমায় অভিজ্ঞতায় বলতে পারি একজন আদর্শ নম্র সাধু ব্যক্তির মতই জীবনযাপন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে আমি ভেঙ্গে পড়েছিলাম। তাঁর আশীর্বাদ অসুস্থ লোকের সাথে সহভাগিতা করি।

আমি প্রতিদিন নিষ্ঠার সাথে প্রার্থনা করি, যেন ঈশ্বরের সেবক অমল গাঙ্গুলীকে অতিসত্তর সাধু হওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

"শান্তি তারে খুঁজে ফিরি"

সিস্টার মিতা গ্লোরিয়া রোজারিও এসএসএমআই

** জীবন বাস্তবতা শুধুই তারে খুঁজে ফিরি
কঠিনের মাঝে তারে সহজ করে খুঁজি,
কখনো ভাবি দেবে সে কি ধরা?
প্রশ্নের জাল বুনি।
** মনের অজান্তে যখন রাত্রি নেমে আসে
কর্মক্লান্তময়তা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে,
পাখির কলতান, কর্মচঞ্চলতা সবই শেষ হয়ে যায়
ভবের রঙ্গ- মেলার হয় অবসান।
*** ভোর হয় চিত্ত প্রশমিত হয়
দূর হয় ক্লান্তি, কেটে যায় সকল উৎকণ্ঠা
হৃদয় বীণা জেগে উঠে শান্তির আশ্বাদনে
শান্ত নয়ন মনোযোগ দেয় কাজে।
**** চলার গতি যদি হয় আনমনা
আশার আলো থাকবে হেতায় কেমনে,
শান্তি তারে তাই তো খুঁজি বারে বারে
প্রিয় করে তারে তুলি থমকে পড়া চলাকে।
***** আসুক বাধা হবো সফল করব দিক বিজয়
তবুও যাবো এগিয়ে মোরা পড়ব বিজয় মুকুট,
শান্তি হবে সহ মমতা ,শান্তি হবে বাস
জীবন তরী বেয়ে যাবো বৈঠা হবে সাথী।

জগৎ ও স্রষ্টা

ক্ষুদীরাম দাস

এজগৎ সংসার বিমুখ হয়
বিমুখ হয় না প্রভু;
জগতের মায়ায় জড়িয়ে যায়
স্রষ্টাকে ভুলে যায় তবু।

হাসি-কান্নার জগৎ সংসারে,
প্রেম বিলাবো পরস্পরে।
কখনো যেমন খুশি তেমন চলি
এই ভালোবাসি;
আবার এই দলাদলি!
অতি লোভে মানুষ বলে,
এটা আমার, সেটাও আমার;

মাটির দেহ মাটিতে মিশবে
কিসের এতো অহঙ্কার!
উলঙ্গ আসিয়াছি জগতে
উলঙ্গই যাইবো ফিরে,
ভক্তি দিলে মুক্তি মিলে
মন দাও সেই স্রষ্টারে!

কেমন তোমার ছবি আঁকেছি!

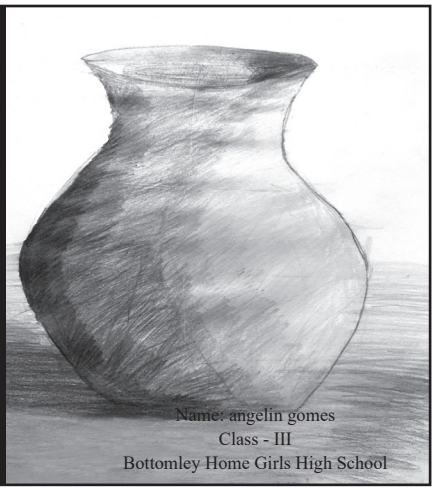

Name: angelin gomes
Class - III
Bottomley Home Girls High School

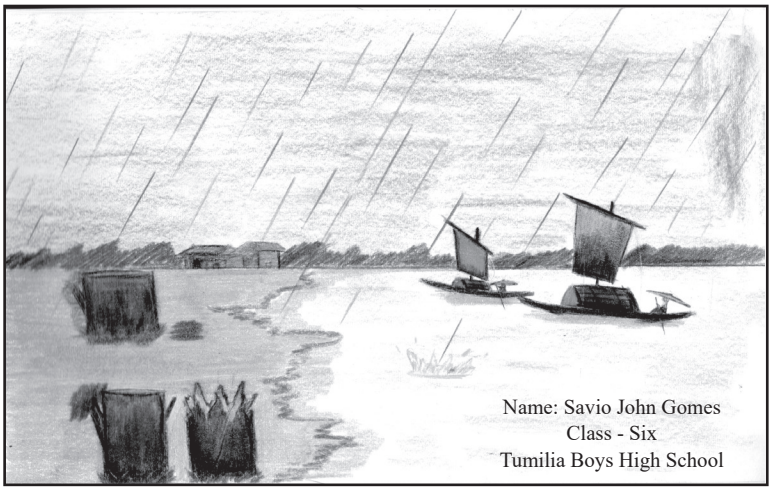

Name: Savio John Gomes
Class - Six
Tumilia Boys High School

রাজশাহীতে ধর্মপ্রদেশীয় যুব দিবস ২০২৪

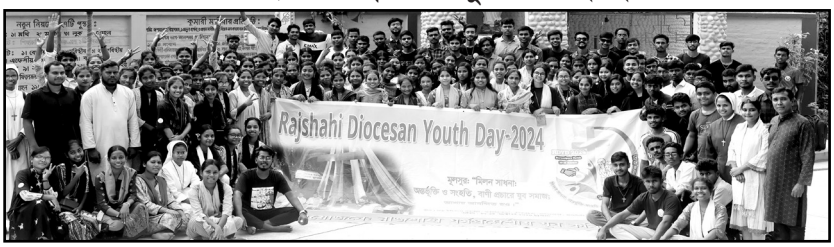

নিজস্ব সংবাদদাতা: "মিলন সাধনা অন্তর্ভুক্তি ও বাণী প্রচারে যুব সমাজ; আশায় আনন্দিত হও" এই মূলসুরকে কেন্দ্র করে সুরশুনিপাড়া প্রভুর নিবেদন ধর্মপল্লীতে ১০ থেকে ১৫ অক্টোবর পালিত হল রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় যুব দিবস ২০২৪। এতে ফাদার, সিস্টার, এনিমেটর ভলেন্টিয়ার সহ রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ২৫ টি ধর্মপল্লী থেকে আগত প্রায় ২৪০ জন যুবক যুবতী অংশগ্রহণ করে। পবিত্র ক্রুশ স্থাপন ও আরাধনার মধ্য দিয়ে যুব দিবস শুরু হয়। এরপর উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী এবং তাকে সহায়তা করেন অন্যান্য ফাদারগণ।

পরের দিন সকালে খ্রিস্টযাগ, র‍্যালি, পতাকা উত্তোলন, লোগো উন্মোচন ও এর ব্যাখ্যা এবং দেওয়ালিকা প্রদর্শনী ছিল মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এ সময় অংশগ্রহণকারী যুবারা নিজ নিজ কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে সুসজ্জিত হয়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। যুব দিবসে বিভিন্ন বিষয়ের উপর অধিবেশন এবং সেশন পরিচালনা করেন ফাদারগণ এবং বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। যুব দিবসে অন্যান্য কার্যক্রমগুলোর মধ্যে ছিল: ক্রুশের আরাধনা, ক্রুশের পথ, জপমালা প্রার্থনা ও পাপস্বীকার, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন, খ্রিস্ট ভক্তদের জীবন ও তাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন, ক্যাম্প ফায়ার, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নিজ কৃষ্টি সংস্কৃতিতে নাচ-গান এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

যুব দিবসের সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার প্রেমু রোজারিও, চ্যান্সেলর রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ। খ্রিস্টযাগ শেষে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন ফাদার শ্যামল জেমস গমেজ, যুব সমন্বয়কারী, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশন। এরপরে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও এর পক্ষে ফাদার প্রেমু রোজারিও যুব ক্রুশ হস্তান্তর করেন আভে মারীয়া ধর্মপল্লী গুল্টা ধর্মপল্লীতে। এরপরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যুব দিবসের সমাপ্তি ঘটে।

মথুরাপুর সেন্ট রীটাস্ হাই স্কুলে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন

ফাদার উত্তম রোজারিও: "শিক্ষকের কণ্ঠস্বরের মূল্যায়ন: শিক্ষার জন্য এক নতুন সামাজিক চুক্তির দিকে" (Valuing teacher voices: towards a new social contract for education) এই মূলসুরের আলোকে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের মথুরাপুর ধর্মপল্লীর অন্তর্গত সেন্ট রীটাস্ হাই স্কুলে গত ০৫ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে উদ্‌যাপিত হয় বিশ্ব শিক্ষক দিবস। এতে বিদ্যালয়ের মোট ১২০০ জন শিক্ষার্থী, ২৯ জন শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য-সদস্যাগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রদ্ধা-অভিবাদন জ্ঞাপন, শুভেচ্ছামূলক স্লোগান ও বাদ্য-বাজনা বাজিয়ে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের অভিনন্দন জানান। এরপর জাতীয় সংগীত পরিবেশন, ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ ও প্রধান শিক্ষিকা সিস্টার মেরী খ্রীষ্টেল-এর শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে শুরু হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নৃত্য-গীত, কবিতা আবৃত্তি, অভিনয়, শিক্ষকদের উপহার প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকগণের প্রতি তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা নিবেদন করে।

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী তার বক্তব্যে শিক্ষকদের সকলকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বিদ্যালয়ের সুনাম ও মর্যাদা রক্ষায় এবং শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষা বিষয়ক সকল অবদানের জন্য শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেন এবং শিক্ষকদের মঙ্গল কামনায় ঐশ অনুগ্রহ যাচ্না করেন।

তেজগাঁও ধর্মপল্লীর প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত প্রদান

ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও: গত ২৭ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার তেজগাঁও পবিত্র জপমালা ধর্মপল্লীর ১৩৯ জন ছেলেমেয়েকে প্রথমবারের মত খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার প্রদান করা হয়। এদিন সকাল ৯টায় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার প্রভাস রোজারিও, এসজে সহযোগিতায় ছিলেন পাল-পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত এস. গমেজ সহ অন্যান্য ফাদারগণ। খ্রিস্টযাগে ফাদার বাণী সহভাগিতায় প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ প্রার্থীদের শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানান। তাদের উদ্দেশ্যে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণামূলন কথা বলেন। পিতামাতাদের প্রতি আহ্বান জানান সন্তানদের যেন সবসময় খ্রিস্টযাগে নিয়ে আসেন। প্রার্থীদেরকে ব্রতীয় জীবনে আসার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। খ্রিস্টযাগের শেষে ফাদার জয়ন্ত এস. গমেজ সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং প্রার্থীদের সার্টিফিকেট, উপহার ও টিফিন দেওয়া হয়।

সংবাদ:
ভেলেঙ্কানি মা মারীয়ার পর্ব উদযাপন

গত ৭ সেপ্টেম্বর শনিবার ভেলেঙ্কানি মা মারীয়ার পর্ব উদযাপন করা হয়। খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য করেন ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার জয়ন্ত এস. গমেজ এবং তাকে সহায়তা করেন অন্যান্য যাজকগন। উপদেশে পালপুরোহিত বাংলাদেশে ভেলেঙ্কানি মা মারীয়ার পর্ব পালনের ইতিহাস এবং ভেলেঙ্কানি মা মারীয়ার বিভিন্ন ঘটনা সহভাগিতা করেন। ভেলেঙ্কানি মা মারীয়ার এ পর্বীয় খ্রিস্টযাগে ধর্মপল্লীর অনেক খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন।

সেন্ট খ্রিষ্টিনা ধর্মপল্লীতে আহ্বান বিষয়ক যুব সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার, ২০২৪ সাধ্বী খ্রিষ্টিনা ধর্মপল্লীতে স্কুল কলেজগামী ৬৫ জন কিশোর-কিশোরী ও যুবক যুবতীদের নিয়ে অর্ধদিবস ব্যাপী আহ্বান সেমিনার করা হয়। সেমিনার শুরু হয় সকাল ৮:৩০ মি. খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে, এতে পৌরহিত্য করেন ফাদার শিশির কোড়াইয়া। তিনি বলেন, আহ্বান হল ঈশ্বরের একটি বিশেষ ডাক, একটি ঐশনিমন্ত্রণ, যিশু সর্বদা তোমাদের দু'হাত বাড়িয়ে ডাকছেন তার শিষ্যত্ব লাভের জন্য। খ্রিস্টযাগের পর পরিচয় পর্ব দিয়ে সেশন শুরু হয়। এরপর সিস্টার পলিন এসসি আহ্বানের উপর সহভাগিতা রাখেন, তিনি বলেন, ঈশ্বর যাকে ধরেন তাকে সহজে ছাড়েন না। আমার জীবনে নানা ধরনের পরীক্ষ-প্রলোভন ও চ্যালেঞ্জ এসেছিল। তবে আমি বিশ্বাস করি খ্রিস্ট যিশু আমাকে ভালোবাসেন। তাই তিনি আমাকে সর্বদা জাগতিক মোহ-মায়া জয় করতে সাহায্য করেছেন এবং তার অনুসারী করে তুলেছেন। অভিভাবক প্রতিনিধি গীতা গমেজ পিতা-মাতা হিসেবে ছেলে- মেয়েদের কাছে তাদের প্রত্যাশা গুলো কি কি তা তুলে ধরেন। এছাড়া ধর্মপল্লীর কিশোর-কিশোরীরা করগ্রাহক মথির জীবন আহ্বানের উপর একটি সুন্দর প্রানবন্ত নাটিকা উপস্থাপন করেন। এরপর দলীয় আলোচনার মধ্যদিয়ে তাদের নিজ নিজ জীবন আহ্বান ও অন্যের আহ্বান বৃদ্ধিতে করণীয় দিকগুলো তুলে ধরেন। শেষে পালক-পুরোহিত সকলকে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান। দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে সেমিনার শেষ হয়।

কাফরুল খ্রিস্টান সমিতি আয়োজিত "বিশ্ব প্রবীণ দিবস" উদ্‌যাপন

হেলেন সমদ্দার: বিগত ১৮ অক্টোবর, শুক্রবার কাফরুল খ্রিস্টান সমিতি-এর নারী ও শিশু বিষয়ক সম্পাদকের পরিচালনায় "বিশ্ব প্রবীণ দিবস" উদযাপন করা হয়। পালপুরোহিত ফাদার প্রশান্ত থিওটোনিয়াস রিবেরু-এর খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ছিল, "প্রবীণরাই নবীনদের দিক নির্দেশক"। এই মূল বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন আলবার্ট পিন্টু পিরিজ, এসোসিয়েট ডিরেক্টর-প্রোগ্রামস্, এসআইএল ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। তিনি অত্যন্ত সহজ আঙ্গিকে প্রবীণ ও নবীনদের করণীয় বিষয়সমূহ তার বক্তব্যেতুলে ধরেন। এই দিবস পালনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আরও বক্তব্য রাখেন ফাদার প্রশান্ত থিওটোনিয়াস রিবেরু, ডাক্তার নোয়েল চার্লস গমেজ এবং নারী ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক হেলেন সমদ্দার। মুক্ত আলোচনায় প্রবীণ ও নবীনরা সহভাগিতা ও অনুভূতি ব্যক্ত করেন। প্রত্যেকেই অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সমিতির সম্পাদক রবি হেনরী গমেজ। অনুষ্ঠানে মোট ৮৫জন অংশগ্রহণ করেন।

পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে সেমিনার ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা

মিঠুন মাথিয়াস এক্কা: গত ৫ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী মিলনায়তন, বনানীতে "প্রভু, আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান *(লুক ১১:১)*" এর উপর সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন সেমিনারীর পরিচালকমণ্ডলী, অধ্যাপকবৃন্দ এবং দর্শন ও ঐশতত্ত্ব বর্ষের সকল শিক্ষার্থীবৃন্দ। সেমিনার পরিচালনা করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ফাদার প্যাট্রিক গমেজ। তিনি তার উপস্থাপনায় বলেন 'সেমিনারীতে গঠন জীবনে প্রার্থনার গুরুত্ব অপরিসীম। আধ্যাত্মিক জীবন আবর্তিত হয় প্রার্থনার জীবন দ্বারা। তিনি সাধু-সাধ্বীদের জীবনীর উপর আলোকপাত করে প্রার্থনার আর্দশকে তুলে ধরেন। সেমিনারের মূল উদ্দেশ্যই ছিল ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষে 'খ্রিস্ট জন্ম-জয়ন্তী' উপলক্ষে পোপ মহোদয় কর্তৃক ঘোষিত 'প্রার্থনা বর্ষ-২০২৪' এ বর্তমানে ব্রতধারী ও সেমিনারীয়ানগণ যেন প্রার্থনা সম্পর্কে কিছু সুস্পষ্ট ও অভিজ্ঞতালব্দ জ্ঞান লাভ করতে পারেন। ফাদার প্যাট্রিক গমেজকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার মধ্য দিয়ে সেমিনার সমাপ্ত হয়। সেমিনার শেষে দর্শন দ্বিতীয় বর্ষের সেমিনারীয়ানগণ 'Artificial Intelligence Replaces Human Consciousness' এর উপর বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। বিতর্ক প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন ফাদার ইনবার্ট কোমল খান।

নলুয়াকুঁড়ি কুমারী মারীয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন

রিপোর্টার: গত ০৩ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রোজ বৃহস্পতিবার নলুয়াকুঁড়ি কুমারী মারীয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ফরমেশন অফ ইয়ুথ অ্যান্ড টিচারস প্রোগ্রাম" (এফওয়াইটিপি), কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চলের সহযোগিতায় পালিত হয় বিশ্ব শিক্ষক দিবস। অনুষ্ঠানের শুরুতে ছিল আসন গ্রহণ। প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: আলীনুর খান, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণ, অভিভাবক এবং বিশেষ ব্যক্তিত্ববর্গ, শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

উদ্বোধনী নৃত্যের মধ্য দিয়ে সকল শিক্ষকদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। এরপর শিক্ষকদের সম্মানার্থে মোমবাতি প্রজ্জলিত করা হয়। দিনটি আরো স্মরণীয় করে রাখতে শিক্ষার্থীরা তৈরি করে শিক্ষক দিবস উপলক্ষে দুইটি দেয়ালিকা।

পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠানের পরবর্তী ধাপগুলোর মধ্যে ছিল বিভিন্ন সাজে নাচ, গান, বক্তব্য, সমবেত সংগীত, শিক্ষকদের ফুলেল শুভেচ্ছা ও উপহার প্রদান। এদিন স্কুল ম্যানেজিং কমিটির উপদেষ্টা সিস্টার মেরীয়ামকে কমিটি থেকে বিদায় জানানো হয় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় ফুল ও উপহার প্রদানের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: আলীনুর খান, মো: শাহজাহান কবির, পাউলুস টুডু, সিস্টার মেরীয়াম। বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিক্ষার্থীদের মেধা, সৃষ্টিশীল কাজের প্রশংসা করেন নির্বাহী অফিসার। তিনি বিদ্যালয়ের সার্বিক মঙ্গল কামনা করেন। প্রধান শিক্ষক সিস্টার মিতা রোজারিও সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিশেষ করে প্রধান অতিথি ও অন্যান্য সকলকে। পরিশেষে, সকল শিক্ষার্থীদের মাঝে কেক বিতরণ ও মিষ্টি বিতরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

ইতালির রোমে তীর্থযাত্রা ২০২৫

Global Village Academy ইতালিতে ২০২৫ সালে অনুষ্ঠিতব্য জুবিলী/তীর্থ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য One Stop Service চালু করেছে।

ধর্মীয় তীর্থসহ ইতালি ও ইউরোপের সেনজেন ভুক্ত দেশ সমূহের সম্মেলন, সেমিনার ও ভ্রমণের রেজিস্ট্রেশন ও প্রায় শতভাগ সফলতার সাথে ভিসা প্রসেসিং-এর ক্ষেত্রে বিগত ২২ বছর যাবৎ গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমি আমাদের সমাজে এক অনন্য ও শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে।

অত্যন্ত দক্ষ, অভিজ্ঞ ও পেশাদার কনসালটেন্টদের দ্বারা নির্ভুল ও নিখুঁত Application Package Preparation & Submission-ই হলো ভিসা নিশ্চিতকরণের মূল চাবিকাঠি।

যোগাযোগের মোবাইল নম্বর : +88 01827945246
+88 01911-052103

আমরা Student Visa ও Visit Visa-র জন্য Financial Sponsorship ও Bank Support-র বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকি।

বি. দ্র.: বর্তমানে স্বপরিবারে Canada-Australia ও USA যাবার সুবর্ণ সুযোগ চলছে।

খ্রিস্টান মালিকানা দ্বারা পরিচালিত আমরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাদের Foreign Admission & Visa Processing-এ দুই দশকের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।

Global Village Academy
STUDY ABROAD CONSULTANTS

Head Office:
House-11 (2nd Floor), Road-2/E,
Block-J, Baridhara, Dhaka-1212

+88 01718-885801
+88 01911-052103

globalvillageacademybd
info@globalvillagebd.com

বিপ্র/১৬০/২৪

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ

THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE MULTIPURPOSE SOCIETY LIMITED

Reg. No. 1209/1970

৪৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২২ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ শুক্রবার, সকাল ১১:০০ ঘটিকায় তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও ঢাকা-১২১৫ সোসাইটির ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের **৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা** অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল সদস্য-সদস্যাদের যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

Peter Gomes

পিটার গমেজ
চেয়ারম্যান

ডমিনিক রঞ্জন গমেজ
সেক্রেটারী

বিঃদ্রঃ সকাল ০৯:৩০ হতে ১১:০০ ঘটিকার মধ্যে যারা রেজিস্ট্রেশন করবেন এবং উপস্থিত থাকবেন তাদের জন্য বিশেষ লটারীর ব্যবস্থা রয়েছে।

বিপ্র/১৬২/২৪

৫ম মৃত্যুবার্ষিকী

" যেতে নাহি দিব হায়,
তবু চলে যায়।"

আমার স্বামী, শ্রদ্ধেয় স্টেনিসলাস সুশীল রড্রিকস্ গত ২৮ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে সকাল ৮:১৫ মিনিটে, ৮০ বছর বয়সে, বার্ধক্যজনিত কারণে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে প্রভুতে নিদ্রিত হয়েছেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, এক কন্যা, নাতী, নাতনী, ভাইবোন ও অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব, গুণগ্রাহী রেখে অনন্তধামে চলে গেছেন। আমরা বিশ্বাস করি তিনি রয়েছেন স্বর্গলোকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে। আমরা তাকে হারিয়েছি কিন্তু তিনি রয়েছেন আমাদের হৃদয় জুরে, জ্বলন্ত বা জীবন্ত প্রদীপ হয়ে। তার রেখে যাওয়া সকল আদর্শ, আদেশ-নির্দেশ আমাদের চলার পথে, পাথেয় থাকবে চিরদিন।

প্রয়াত স্টেনিসলাস সুশীল রড্রিকস্
জন্ম : ৬ জানুয়ারি, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৮ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

শোকার্ত পরিবারবর্গ
স্ত্রী : ডা: ফ্লোরেন্স পান্ডে রড্রিকস্
পুত্র : রিপন রিচার্ড রড্রিকস্ ও রেমন্ড স্টানিস রড্রিকস্
কন্যা : রিটা ঝুমকী রড্রিকস্
বোন ও ভাইয়েরা
করান, নাগরী, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

বিজ্ঞ/১৫৩/২৪

সুখবর ! সুখবর ! ! সুখবর ! ! !

নভেম্বর-এ পাওয়া যাচ্ছে – ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডার, দৈনিক বাইবেল ডায়েরী - ২০২৫, (Bible Diary - 2025), দৈনিক বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান, ক্রুশ, মেডেল, বড়দিনের কার্ড, গোশালা ঘর। এছাড়াও রয়েছে খ্রিস্টমণ্ডলীর বিভিন্ন মূল্যবান বই। অতি শীঘ্রই যোগাযোগ করুন এবং অর্ডার দিন।

- খ্রিস্টযাগ রীতি
- খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- যুগে যুগে গল্প
- সমাজ ভাবনা
- প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ৩৮
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 38
Regd. No. DA-33
❖ 27 October - 2 November, 2024, ১১ - ১৭ কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যা জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো বুক্‌ড	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো বুক্‌ড	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org